নীলা

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

মূল্য ২৲ দুই টাকা

১২৮৪

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

প্রিণ্টার শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাদর উপহার

'তোমারই রতন ভাসিয়ে দিলাম তোমারই অতলে

যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে।'

পরিচয়

পুরীর সমুদ্র দর্শনই এই কবিতাগুলির জন্মকোষ্ঠি। লগ্ন বর্ষা, রাশি বাদল। 'তুমি কি সেই' প্রথম-বাঙ্গালী বিজয় সিংহের সিংহল-যাত্রাকালে তদীয় মন-ছায়ার পরিকল্পনা। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণে মেবারের প্রতিরোধ 'জয়যাত্রা' 'নারী জাগরণ' 'জয়গাথা' রচনার অনুপ্রাণনা। আরো কয়েকটি কবিতা অসাগরিক অনধিকার সত্ত্বেও নীলার ফেনা-লোনায় বোনা হ'য়ে রইল।

গ্রন্থকার

সূচী

নীলা

স্বকেশিনী গেছে চুলের বোঝা কি সাগরে থুয়ে ?
খঞ্জন-আঁখি নীল-অঞ্জন গেছে কি ধুয়ে ?
শ্যামলা মেয়ে অবেলা নেয়ে হারায়ে কৃষ্ণকলি
নীলাম্বরী জলে নিঙাড়ি নিঙাড়ি গেছে কি চলি ?
রূপসীর মুখে তিলের তুলনা করার ফলে
চাঁদে কলঙ্ক লজ্জায় ম'রে ঝাঁপিল জলে !
জলকেলী করে নীল পরীদল ধবল পাখায়,
শিহরে কদম নীর-নীপের শ্যামল শাখায় !
ভাঙে-গড়ে নীল কাঁচের প্রাসাদ জলের নাচে—
শ্যামা উর্ব্বশী নৃত্য শিখে কি তাহারই কাছে ?
আসিয়া ঐরাবতে কে গানের জলসা জমায়,
বর্ষা-রাতের জমাট আঁধার গলায়ে নামায় ?
বহে কৃষ্ণার মালার গন্ধ মলয়ানীল,
জলে খুঁজে পার্থ মীন-চোখের মণিটি নীল,

২

কৃষ্ণ দেখিছে লক্ষ্যভেদ হৃষ্ট হ'য়ে,
কালার পিরীতি এই পথে গেছে গোকুলে ব'য়ে!
মেঘেরা গাহনে নামিয়া যেতেছে পথ কি ভুলে'?
মৈনাক দেখায় দিক্ তার নীল পাখা কি খুলে'?
শ্যাম-সলিলা নীলা, তোমাতে চিত্ত ঢালি'
কবি মিশাইছে রস-লেখনীর সিক্ত-কালি।

বাদল-ব্যথা

গুম্‌রে' গুম্‌রে' প্রিয়া বিনে
আষাঢ়ের এক অসাড় দিনে
যক্ষের যেমন বাড়্‌লো বক্ষের ব্যথা,
সেই বেদনায় অকারণ
বাদ্‌লায় এই মাত্‌লা মন
কাতর কর্‌লো নীলা, তোমার কথা !
বাষ্পরথ ছিল দৈবাৎ,
মেঘকে দিতে হয়নি বরাত,
ছুটে' এলাম হঠাৎ জল-বাসে,
তীরে তীরে ভরা-মেলা,
ইন্দ্রজাল নীরে ফেলা,
শুন্‌ছি ছল-কাকলি কল-হাসে।

৫

কোন্ বিরহীর স্বপন-দোলা
দোলাও সদা আপন-ভোলা,
কূলে কূলে ফির্‌ছো কাহার খোঁজে ?
অগাধ রতন লুকিয়ে বুকে
তারই তরে মর্‌ছো দুখে,
তোমার জ্বালা ভুক্তভোগী বোঝে !
দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ভুলিয়ে
কোন্ অতলে নাও তলিয়ে—
অপার যেথা অসীমায় মেশে ?
এ কি নৃত্য চিত্তময়,
প্রাণে প্রাণে চন্দ্রোদয়,
ভেসে চল্‌লাম তোমার নিরুদ্দেশে !

বন্দীর মুক্তি

পাগ্‌লা-গারোদ আল্‌গা হঠাৎ,
আস্‌ছে ছুটে হট্টগোল,
লাফায় হাঁফায় কল্‌জে কাঁপায়
হাসি-কান্নার অট্টরোল।
তাদের গুরু বেতাল ঠাকুর,
বেসুর সুরের নাইত কসুর,
উল্টোরই আজ পালা,
দিগ্‌বধূরা দিশাহারা,
রবিরে দেয় নিশা-তারা
চাঁদের গলার মালা।
আমিও গারোদ-ভাঙ্গা কয়েদী,
আমার পাছে দুনিয়া ফরেদী,
পুর্‌বে আবার জেলে,
শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তা খালাস—
জ্বালুলি সিন্ধু, সেই পিয়াস
জলে অনল জ্বেলে!

৬

ওরে আমার মুক্তি-পিয়ারা,
কোথায় রসের ফূর্ত্তি-ফোয়ারা ?
খুল্‌তে আমায় শেখা,
মরম জখম, শুক্‌নো কলম,
লাগাও তোমার কালীর মলম,
আবার চলুক্ লেখা !
পাগ্‌লা গারোদ আল্‌গা হঠাৎ,
কয়েদী যায় ভেগে,
ধ্বসে' পড়ুক্ গারোদগুলো
আদুল হাওয়া লেগে !

তুমি কি সেই

তুমি কি সেই জলধি, নিরবধি
বইছ ভারত-পদমূলে ?
ভাস্‌তো পোত দেশ-বিদেশে
ভবের হাট মিল্‌তো কূলে !
কোথা সে বীরের দল,
ধরণী টল্‌মল্‌
পদভরে ?
কোথা বীরাঙ্গনার গান,
উড়ে কই জয়-নিশান
করে করে !
তুমি যদি সেই জলধি অদ্যাবধি,
মরে' আছ কিসের তরে ?

লীলা

তুমি কি সেই জলধি, নিরবধি
বইছ ভারত-পদমূলে ?
নিমাই বুদ্ধ হ'য়ে সিদ্ধ
মুক্তি যার দিল খুলে !
নয় রচা-উপন্যাস—
সাংখ্য বাল্মিকী ব্যাস
পতঞ্জলি !
সাবিত্রী সীতার ধাত্
খনা কি লীলার জাত্
যায়নি চলি !
তুমি যদি সেই জলধি অদ্যাবধি,
গর্জ্জ আবার মাভৈঃ বলি' !

তুমি কি সেই জলধি নিরবধি
বইছ ভারত-পদমূলে ?
আছে ত সেই দ্বারকা,
প্রভাস কই তোমার কূলে ?
কাঁদে আজ বাতগ্রস্ত
ইন্দ্রপ্রস্থ হা হা রবে !
এই অযোধ্যা ? সে রাম রাজা স্বপন তবে ?
তুমি যদি সেই জলধি অদ্যাবধি,
তবে কেন এমন হবে !

তুমি কি সেই জলধি নিরবধি
বইছ ভারত-পদমূলে ?

পোতের স্রোত নাও অকূলে,
ভাঙ্গা হাট জমাও কূলে !

লক্ষ্মী কি রাবণ-ভীতা ?
ও শুধুই মায়া-সীতা
গেছে কাটা !

আছে কূল ; পার হেতু
বিধির সেতু
জোয়ার-ভাঁটা !

তুমি যদি সেই জলধি অদ্যাবধি,
ছাড়ো ভূতের বেগার খাটা !

জয়যাত্রা

পুন যে পূর্ব্বে উঠিল গর্ব্বে জগতোজ্জ্বল নবসূর্য্য,
সিন্ধু, অধীরে গর্জ্জ গভীরে জয়যাত্রার নবতূর্য্য।
কেমন তন্ত্র, কাহার মন্ত্র, পলকে দূর কালরাত্রি !
অন্ধ-আতুর, খঞ্জ-বধির সহসা গণ-রণ-যাত্রী।
মিথ্যা কি জরি' মৃত্যু কি মরি' ভুলাইতে ভোলে পথভ্রান্তে ?
স্নেহ-গেহ-বন্ধ মায়ার ধন্ধ লুণ্ঠিত জাতি-পদপ্রান্তে।
সাগর, রঙ্গে তরঙ্গ-ভঙ্গে উচ্চ তোরণ কর সৃষ্টি,
জ্বলন্ত কামানে উড়ন্ত বিমানে অগ্নিমন্ত্র কর বৃষ্টি।
নদ-নদী শীর্ণ, দেবালয় দীর্ণ, দগ্ধ ক্ষেত্র, তরু-বল্লী,
গৃহ-ভেদে জীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ লোকবর্জ্জিত মৃত-পল্লী।
অজ্ঞানাচ্ছন্ন, নগ্ন, নিরন্ন, রুগ্ন দেহ, মনে দৈন্য,
রহস্য গূঢ়, সেই মূক মূঢ় মুক্তি-রণের সেরা সৈন্য।
সমাজের জাড্য হাজা-মজা আঢ্য, সাবধানী, জ্ঞানী, দূরদর্শী—
বাঁচাইতে মস্তে সদা জোড়-হস্তে—কি কাজ সে ভোগ-রোগী স্পর্শি ?

চাই প্রাণবন্ত জীবন স্বতন্ত্র, কণ্টক হবে যার শয্যা,
দধিচীর বন্ধে রন্ধ্রে রন্ধ্রে গড়া যার অস্থি ও মজ্জা!
পতির গার্হস্থ্য পুত্রের স্বাস্থ্য যে নারীর ধ্যান একমাত্র,
থাক্ তারা শয্যায় ভুলিয়া লজ্জায় সাজায়ে সজ্জায় গাত্র,
গা'ক্ পর-কুচ্ছা, নয় যাক্ মুর্চ্ছা সূঁচের খোঁচায় এলে রক্ত!
চাই মেয়ে মর্দ্দা ছিঁড়েছে যে পর্দ্দা, জর্দ্দায় নয় অনুরক্ত।
তারাই ত উত্থিত বিনামেঘে বজ্র বৈশাখী দুর্য্যোগ-দ্বন্দ্বে,
সেনানীর ব্যগ্রে বাহিনীরে অগ্রে চালনা করে নব ছন্দে!
বাঁধি কেশ চঞ্চল কটি-তটে অঞ্চল ঝর-ঝর স্বেদধারা অঙ্গে—
গৌরব ধ্বজা বহি' উৎসাহ-বাণী কহি' উন্মাদ করে জন-সঙ্ঘে!
সিন্ধুর ইঙ্গিতে গৌরব-সঙ্গীতে নব-ভঙ্গীতে বাঁধা যন্ত্র—
পুলকাঞ্চিত কবি চির-বাঞ্ছিত লভি ঝঙ্কারে'—জয় নবতন্ত্র!

নারী জাগরণ

কালের পিচ্ছিল বিবর্ত্ত-বর্ত্মে স্থায়ী যদি হয় কোন চিত্র,
তবে তা এ জাতির রক্তিম প্রভাতীর নারী-জাগরণ-ইতিবৃত্ত।
সহসা সম্মুখে সর্প তুলিলে ফণা হয় যথা লোক সন্ত্রস্ত,
নিশি দ্বিপ্রহরে অগ্নি লাগিলে পরে হয় যথা গৃহ বিধ্বস্ত—
কাল-বৈশাখী রাত সেইমত উৎপাত এল কবে প্রলয়ের সঙ্গে,
খসে কারাপ্রাচীর রুদ্ধ-বানের নীর বাহিরিল অধীর তরঙ্গে!
দ্বার পাইয়া খোলা মুক্ত তোপের গোলা—আগুনের ঝটিকা প্রচণ্ড-
দেয় সাজি' সারি,—শক্তি, না নারী? জাতি-জীবনী-মেরুদণ্ড!
রণবাদ্যের তালে ফেলি' পা এককালে ধরা-বুকে তোলে খর কম্প,
মুক্তি-পতাকাবাহী জয়-সঙ্গীত গাহি হাসিমুখে রণে দেয় ঝম্প!
জ্বলি' উঠে বন্দুক, ভাবে ক্রীড়া-কন্দুক, ছুটে' গিয়ে হয় তার লক্ষ্য,
আঘাতে হাসে, মৃত্যুর গ্রাসে অনায়াসে পাতে গিয়ে বক্ষ!

নীলা

সীমা লঙ্ঘিছে দল,—মাতা যথা চঞ্চল শিশুরে নিমেষে করে শান্ত,
অঙ্গুলি হেলনে কটাক্ষ চালনে ক্ষুব্ধ জনতা হয় ক্ষান্ত।
ঐরাবতের প্রায় এল যারা স্পর্দ্ধায় রোধিবারে কূলপ্লাবী গঙ্গা,
স্তম্ভিত কোলাহল, কম্পিত পশুবল বিস্ময়ে হারাইয়া সংজ্ঞা!
বৈর ভুলি পরে অভিনন্দিত করে কাল-গতিতে যারা অজ্ঞ!
জাতি পরে বিভূতি, নারী দেয় আহুতি—সার্থক জন-সূয় যজ্ঞ!

জয়গাথা

শোন' কালের ভেরী বাজে জগত ঘেরি' ছড়াইয়া অগ্নিমন্ত্র,
ক্ষুদ্র সুখ বর্জ্জনে রুদ্র দুখ অর্জ্জনে আহ্বান করে নবতন্ত্র।
উর্দ্ধে নিম্নে যার, অসীম অপার, সে আর থাকে ফাঁদে বন্ধ ?
চন্দ্র সূর্য্য যার আঁখি-যুগ, সে আবার ঠুলি আঁটি রহে চির-অন্ধ ?
মূর্খ, যে ভাবে আন, বিশ্বের সন্ধান—মানবের অবদান মুক্তি,
ভাঙ্গো ভাঙ্গো প্রথা গণ্ডীর একতা মুক্তা ভাঙ্গে যথা শুক্তি !
যুগ-সন্ধিক্ষণ অতীব ভীষণ নাহি সয় সময়-প্রতীক্ষা,
রোধে বিরোধে, ধৈর্য্যে ও ক্রোধে অসমান শক্তি-পরীক্ষা।
মিলনেরই সাধনা নিরোধের কল্পনা—দুর্গতি সেধে হয় অন্ত,
আতুর-বৃদ্ধ বেতালসিদ্ধ যোগবলে আজি প্রাণবন্ত !
ভবিষ্য-আলোক বালিকা-বালক, আত্মবোধে নাও দীক্ষা,
স্বাস্থ্য-বলের পাঠ মুক্ত ক্রীড়ার মাঠ দিতে থাক্ প্রতিদিন শিক্ষা।
বাজ' বাজ' তুরী ঘর ঘর ঘুরি ঘুরি উন্মাদিত করি' চিত্ত,
সাজ' সাজ' রণে, কি ভয় মরণে ? ভীরু যে সেই মরে নিত্য !

নীলা

পাদুকা বহনে উচ্ছিষ্ট লেহনে—চাপিছ কারা বুকে যক্ষ্মা ?
ধাও এক-গৌরবে সবে এক-আহবে, তবে ত হবে মুখ রক্ষা।
বাক্যে মাথায় চড়ে, অন্তরে পায়ে পড়ে—ভণ্ড সে, নামে শুধু ভক্ত,
যথার্থ বীর যারা, উন্নত-শির তারা, বুক চিরে দিতে জানে রক্ত।
একে একে শতে শতে কম্পিত করি পথে ঝাঁপিতে চলেছে তরঙ্গে,
রণ-বাদ্যের তালে পড়ে পা এককালে, বিজয়-পতাকা চলে সঙ্গে।
কে যাবে অগ্রে মুক্তির স্বর্গে তাই নিয়ে মাতে প্রতিদ্বন্দ্বে,
মৃত্যু-ত্বরা আজ, সহেনা আর ব্যাজ, সিন্ধবাদের ভার স্কন্ধে !
ঝটিকার কম্পে আসে বাধা লম্ফে প্রলয়ের যেন পদশব্দ,
ক্ষণ কালসর্প চূর্ণিত-দর্প, মন্ত্রে রহে যেন স্তব্ধ।
ঘনাইছে আঁধার ধুমের উদ্গার ঘন ঘন আগ্নেয় অস্ত্রে,
দিতে তারে লজ্জা জ্বলে রণসজ্জা দেহে দেহে স্বরচিত বস্ত্রে।
করে জয়-সঙ্গীত কিসের ইঙ্গিত, শিরায় শোণিত করে নৃত্য,
না হইতে শূন্য, স্থান হয় পূর্ণ মায়াবীর যেন ছায়াচিত্র !
দৃশ্য কি অদ্ভুত, মিত্র মৃত্যু-দূত অতিথি নব-যুগ-পর্ব্বে,
দরধারা চক্ষে, কম্পন বক্ষে, রচে কবি জয়গাথা গর্ব্বে।

কামানের গান

পাতাল-তলের কামান-চালানী !
গুড়ুম্ গুম্ !—
তুল্‌ছো ধূম,
হিয়া-দুলানী,
মেঘের বোলে
ঝড়ের দোলে
ঝুলন-ঝুলানী,
শ্বাসের তাপে
নাসিকা কাঁপে—
অধর-ফুলানী,
নিয়ম কড়া,
হুকুম চড়া,
গ্রীবা-হেলানী,
তরল-দলের কামান-চালানী

ওগো আমার মোহন পাষাণী!
কালের তৃষ্ণা
কর্‌লো কৃষ্ণা—
তুই কি ঈশানী?
না, যাজ্ঞসেনী—
মুক্ত-বেণী
রক্তে ভাসানী?
অট্টহাসি—
সর্ব্বনাশী,
আকাশ-হাসানী,
লহর গেঁথে
অসীমেতে
অকূল-মিশানী,
পাষাণ-দলের তরল-পাষাণী।

ওগো আমার মুলুক-জ্বালানী!
সাধন-চোটে,
বাঁধন টোটে,
বিধান-এলানী,

রুদ্র-মন্ত্র,
ধ্বংস-তন্ত্র,
বিশ্ব-টলানী,
ভীত-ত্রস্তে
অগ্নি-হস্তে
অভয়-বুলানী,
শ্রান্ত-তরে
সেবার করে

শত্রু-দলের শক্তি-জ্বালানী !

ওগো আমার দুনিয়া-উড়ানী !
চূর্ণ আরাম,
ক্ষুন্ন বিরাম,
তৃপ্তি-তাড়ানী,
পুরোভাগের
দীপ-রাগের
দীপ্তি-বাড়ানী !

কাছে এসে
পালাও হেসে,
পরাণ-পুড়ানী,
বিরাগ মুখে,
সোহাগ বুকে,
জীবন-জুড়ানী,
তিক্ত-দলের ভক্তি-উড়ানী।

ওগো আমার ভুবন-ভুলানী!
মৃত্যু-পণের
মুক্তি-রণের
স্বপন-ফলানী,
রুদ্ধ-কারার
বদ্ধ-ধারার
পাষাণ-গলানী,
সলিলে শিলা
ভাসাও নীলা,
দুকূল-কুলানী,
দুশ্চরিত্র
কর পবিত্র,
আত্মা-ঝালানী,
মরিয়া-দলের মরণ-ভুলানী।

ওগো আমার অঘট-ঘটানী !
দীপ্ত আশায়
ক্ষিপ্ত ভাষায়
বিজয়-রটানী,
হচ্ছে বাধা
পায়ের কাদা,
বিপদ-কাটনী,
যত ধন্দের
যত দ্বন্দ্বের
নয়ন-ফুটানী,
মাতন-দাপে
কেতন কাঁপে,
চেতন-ছিটানী,
নূতন-দলের অঘ ট-ঘটানী।

ওগো আমার আগুন-খেলানী!

দগ্ধ গৃহ,

ছিন্ন স্নেহ—

সমাজ-পালানী,

ভঙ্গ বাসর

রঙ্গ-আসর

মিলন-মেলানী,

পরের তরে

কেবল মরে,

আপন-বিলানী,

নিজের বেলা

হেলা-ফেলা,

সবার ফেলানী,

আগুন-দলের আগুন-খেলানী।

পাতাল-তলের কামান-দাগানী!

গুড়ুম্ গুম্!—

তুল্‌ছো ধূম্,

শান্তি-ভাগানী,

তপ্ত শিরায়
রক্ত ধারায়,
অগ্নি-লাগানী,
চোখের তাতে
বাহিনী মাতে,
ফূর্ত্তি-যোগানী,
চিত্ত-শোধ,
আত্মবোধ
মর্ম্মে জাগানী,
পাগল-দলের কামান-দাগানী

যুগল মিলন

আমার মাঝে আছে যে অসীম—
তোমার অসীমারে
যখনই চিনিতে পারে,
ধেয়ে যায় ধরিবারে,—
তুমি কোলে চেপে ধর',
চুমার আদরে ভর',
দেখাইয়া চল পথ আগে আগে দিগন্তের শেষ-ধারে,
আমার অসীমারে।
সে কেবলি পথ ভোলে,
সংশয়-দোলায় দোলে,
ফিরে সে আবার খাঁচায়,
নিজকে বাজারে যাঁচায়,
কেনা-বেচা-হাটে মেতে নব-নাটে ছেড়ে যায় একেবারে—
তোমার অসীমারে।

নীলা

তুমি ঠিক বিপরীত,
ভোল না প্রেমের রীত,
মজার হাসিটি নিয়ে
ভজার বাঁশীটি দিয়ে
সুরে সুরে ভ'রে নিয়ে যাও ধ'রে অস্ত-গিরির পারে,
আমার অসীমারে।

ফিরিয়া আবার ফাঁদে
আমার অসীম কাঁদে,
বলে,—কৃষ্ণ, কর পার,
এ যে কংশ-কারাগার!—
তোমার অসীমে মিশিবারে গিয়ে অগোচরে ভুলে' যায়-
তোমার অসীমায়।

তুমি কিন্তু বারে বারে
খোঁজ' এসে তারে পারে,
যারে চাও বাহু-ঘেরে,
সে যে স'রে স'রে ফেরে,
দূর হ'তে দূরে কর সঙ্কেত অপারের অন্ধকারে,
আমার অসীমারে।

প্রণয়ের এই ভাঙ্গা-গড়া-খেলা
হবে না কি শেষ তবে কোন বেলা ?
শ্যামের বাঁশী যে জগতে জাহির,
রাধারে করিবে ঘরের বাহির !
হে কালা, বেঁধেছো সাধের ঝুলন,
সাজে কি না হ'লে যুগল-মিলন ?
যাবে, যাবে ঘুচে সকল বাধা,
বাঁচে কি কৃষ্ণ বিহনে রাধা ?

প্রেমের প্রতীক

তোমারে যে ভাবে সিন্ধু, নুনের আড়ৎদার,
সে বেজায় পয়সা-পিয়ারা !
বেচা-কেনার ধান্ধা ব'য়ে
আছে চাঁদির বান্দা হ'য়ে,
তোমার কদর কি বুঝ্‌বে বেচারা ?

বুক-ফাটা শ্বাস, হিয়ার হাহা—
শুন্‌লেও সে বল্‌তো না, 'আহা',
ব্যাপারী কি বুঝে প্রাণের ভাষা ?
কোন্‌ অজানার জন্য ধাও,
শূন্য ধ'রে চুমো খাও,
কে খুঁজে, সে কেমন ভালবাসা ।

মনের মানুষ আস্‌বে চুপে—
তাই না সাজো নানান্ রূপে,
তৃপ্তি নাহি মানে তোমার প্রাণে,
সে কখন আসে হঠাৎ—
জান না তাই দিন কি রাত,
সহজ ভাষাও বল গানের তানে !

বালির উপর পায়ের দাগ
খোঁজে পাগল অনুরাগ,
খালি তোমার কোথায়, তা ত বুঝি,
তোমার মতই বিভোল বিভোর,
আমিও একটি নেশাখোর,
অকূল-কূলে পরশ-পাথর খুঁজি !

যুগ যুগ ত গেল কেটে,
মর্‌লে ভুতের বেগার খেটে,
মালা তোমায় দিল না কেউ এসে !
এ রোগের যে আরাম নাই,
এ ভোগের ভাই, বিরাম নাই,
এর দাওয়াই ত নাই কোন দেশে !

নীলা

জোৎস্না রাতে হাল্‌কা হাওয়ায়
কার স্বর চম্‌কে চাওয়ায়,
চুলের গন্ধ ব'য়ে আসে কাছে,
খুঁজে আসি বারে বারে
বৃথা তারে শূন্যপারে,
পায়ের শব্দে চাই মিছে পাছে !

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
অশ্রু উঠে নয়ন ছেয়ে,
ডেকে বলি,—ওগো তুমি কোথা—কতদূর ?
অদূরেসেই দরিয়া দেওয়ানা
ভেঙ্গে ফেল্‌ছে ছাতিখানা,
তাহার গানে শুনি আমার সুর !

চাঁদ ডুবে' যায় জলে জলে,
তরুণ অরুণ রথের তলে
সুখের দুখটি করে চুর্ চুর্,
তখনও সেই দোস্ত্ দেওয়ানা
ভেঙ্গে ফেল্‌ছে ছাতিখানা,
বল্‌ছে কারে,—ওগো তুমি কোথা—কতদূর !

বর্ষার জল্‌সা

পাতাল ভ'রে এল জোরে বড় দিনের বড় পরব !
হাসির রোল,
খুসীর দোল,
পাগল জলের কলরব ;
সুরের বর্‌ষা,
নাচের জল্‌সা,
নীরবতা লাজে নীরব !
বড় দিনের বড় পরব ।

নীলা

আমারো ওরে পরাণ ভ'রে অজান ঘটার আগমন !
কাহার গলা
সোহাগ-ঢলা—
জ্যোৎস্না-রাতে বাঁশীর কাঁপন ?

কাহার চলা—
নৃত্য-কলা,
নাচায় প্রাণের প্রস্রবন !
অজান ঘটার আগমন !

পাতাল ভ'রে এল জোরে বড়দিনের বড় পরব !
ছোট দিন
ভয়ে লীন,
সকল ছোটর পরাভব !
জলে-স্থলে
গগন-তলে
রূপ-যৌবনের উৎসব !
বড়দিনের বড় পরব !

আমারো ওরে পরাণ ভ'রে অজান ঘটার আগমন!

পাকের টান

অবসান,

চোরাবালির বিসর্জ্জন!

কে দিলো রে

সুধায় ভ'রে

নূতন রসের আস্বাদন!

অজান ঘটার আগমন!

পাতাল ভ'রে এল জোরে বড়দিনের বড় পরব!

রূপের কালো

হঠাৎ আলো—

পরী-কোলে—উড়্‌ছে দানব!

কুচ্‌-কাওয়াজ,

তোপের আওয়াজ,

রাজ-অতিথে স্বাগত স্তব?

বড়দিনের বড় পরব!

নীলা

আমারো ওরে পরাণ ভ'রে অজান ঘটার আগমন !
কে চায় আড়ে—
বিজলী ছাড়ে,
দেখে আমার গোপন মন !
জলদ-লোভা
কেশের শোভা
ঘিরে থাকে আমার স্বপন !
অজান ঘটার আগমন !

পাতাল ভ'রে এল জোরে বড়দিনের বড় পরব !
অতল-ধাওয়া
বাদল হাওয়া
রটায় ঘন-ঘটার গরব,
ছাড়্ছে লুটে
ফেণিয়ে উঠে'
সুখ-সুরার ফোয়ারা সব !
বড়দিনের বড় পরব !

আমারো ওরে পরাণ ভ'রে অজান ঘটার আগমন !

সে গেলে চ'লে—
যায়-যে জ্ব'লে
আমার সাধের কুঞ্জবন !
এলেই কাছে—
বুকে নাচে
সাগরের ঢেউ অকারণ !
অজান ঘটার আগমন !

পাতাল ভ'রে এল জোরে বড়দিনের বড় পরব !

মেঘের ফাঁদ
ধরে চাঁদ
দ'লে পায়ে তারার শব !
মায়ার নিশি
ছায়ায় মিশি
কোন্ অতনুর রচে স্তব ?
বড়দিনের বড় পরব !

নীলা

আমারো ওরে পরাণ ভ'রে অজান ঘটার আগমন !
কাহার হাসি—
জ্যোৎস্নারাশি
হাসায় আমার আঁধার গগন !
অধর-বাসে
আদর আসে,
ধরা-ছোঁয়া তারে বারণ !
অজান ঘটার আগমন !

রহস্য

সিন্ধু, পথ চেয়ে-চেয়ে অন্ধ কর্‌লে আঁখি,
পায়ের ধ্বনির আশে তোমার বধির হ'তেই বাকী!
উড়ো-চুমায় ছায়া বেঁধে
হা-হা হাস্‌তে—উঠ্‌ছো কেঁদে!—
কে যায় হেঁকে আকুল ক'রে উধাও কল্পনারে,—
আছে, আছে বুকের কাছে, খুঁজ্‌ছো তুমি যারে!

কাহার পিছে ঘোরে মিছে আমারো বিফল-তৃষা?
সে কোথায়, কারে চায়, পায়-না তাহার দিশা!
মন-জানার খেলায় হার্‌তে,
নূতন বাজী যাব ধর্‌তে!—
কে কয় ডেকে, সে-কি আমার মনের রচনা?—
সব ঝুটা, সব ঝুটা, মায়ার ছলনা!

গায়ে রূপালী হাওয়ার উড়্‌নী, ভেসে নিশার স্রোতে,
তোমার ঘরে আলোর দূত, সাগর, কোথা হ'তে ?
ও-আলেয়ার পুচ্ছ ধ'রে,
বুকে আগুন নিচ্ছ ভ'রে !—
কে যায় হেঁকে আকুল ক'রে উধাও কল্পনারে,—
আছে, আছে বুকের কাছে খুঁজ্‌ছো তুমি যারে !

স্বপন দেখি,—আমার প্রাণের প্রথম পরশে,
সহসা তার দেবতা জাগে অজান-হরষে !
ছুটি-প্রাণ সবার বাড়া
দিচ্ছে-নিচ্ছে কি-এক সাড়া !—
কে কয় ডেকে, সে-কি আমার মনের রচনা ?—
সব ঝুটা, সব ঝুটা, মায়ার ছলনা !

আকাশকুসুম দিয়ে জলধি, সাজালে ত বাসর,
মরীচিকায় বধূ ক'রে আন্‌লেও করতে ঘর !
তপ্ত-বালুকা বুকে চাপি'
'এ-নয় প্রিয়া'—শ্বাস্‌ছো কাঁপি' !—
কে যায় হেঁকে আকুল ক'রে উধাও কল্পনারে,—
আছে, আছে বুকের কাছে, খুঁজ্‌ছো তুমি যারে !

আমার বুকে তাহার ঢেউ—দোলায় না-ব'লে!
তাহার চোখে আমার আলো—ঘোলায় বাদলে!
চুলের গন্ধ, চুড়ির গান
চুরি করে আমার প্রাণ!
কে কয় ডেকে, সে-কি আমার মনের রচনা?—
সব ঝুটা, সব ঝুটা, মায়ার ছলনা!

মিঠা-ঝুটা সুধা-ধাঁধাঁর কি-রস, জান পাথার!
ধর' শূন্য-ধরা মন-ব্যাপারে হাওয়ার অংশীদার!
ধোঁকায় ঠেকে আঁধারে গড়'
ধাঁধাঁয় বেধে থানায় পড়'!—
কে যায় হেঁকে আকুল ক'রে উধাও কল্পনারে,—
আছে, আছে বুকের কাছে খুঁজ্‌ছো তুমি যারে!

মনে আঁচি,—আমার ব্যথা দেয় বেদনা তারে,
নিজে পায়-না, না-হয় দেয়-না আমায় জানিবারে!
সাড়ীর হাওয়া, হারের হাসি
বাজায় এসে আমার বাঁশী!
কে কয় ডেকে, সে-কি আমার মনের রচনা?—
সব ঝুটা, সব ঝুটা, মায়ার ছলনা!

আঁখির আলোয়

সেই ভালো, আঁখির আলোয় মনে-মনে মন-মিলন,
চেতনার অগোচরে বেদনার অনুশীলন !
কি-জানে মুখের কথা
সুখের-সে বুকের ব্যথা ?
উড়ায়ে স্বভাব-তন্ত্র মন্ত্র ছাড়ে বশীকরণ !
ফেণিয়ে ফেণা সে করে-না সুরায় সুধার অনুকরণ ?

সেই ভালো, আঁখির আলোয় জ্বালানো যত গোপন,
হয় খাঁটি খুঁটি-নাটি দহি' তার শত আপন !
দুনিয়া চলে চোখের কথায়,
আঁধার-পথ সে-তারা দেখায় !
কটাক্ষের লক্ষ্য-ভেদে পাষাণ-দুর্গ হয় পতন !
শব্দভেদী হানে-না পিক জ্যোৎস্নায় ঠিক যাদুর মতন ?

সেই ভালো, আঁখির আলোয় পরাণের পুঁথি পড়ন,
জোড়া সেই পাখীর পাখায় আব্‌ছায়ায় শূন্যে উড়ন !
ও-যদি গভীর-পাথার,
ভড়া না-হয় হ'লই সাঁতার !
বেশ শেষ, নিরুদ্দেশ অশেষের ঝর্‌ণা-ঝরণ,
বাতাসের চিরাকাশে সুবাসের উৎস-ক্ষরণ !

সেই ভালো, আঁখির আলোয় মন দিয়ে মন বুঝন,
মন ডাকে মন অজানে—সে কূজন জানে দুজন !
লক্ষ-যোজন-পথে
লাগে টান মনোরথে,
সাড়ার মালা-বদল-স্রোতে মনে-খোয়া মন-ছোঁয়া দেয় দোলন !
হয় আলোর ইসারায় তারায়-তারায় দূর হ'তে না মন-চালন ?

সেই ভালো, ঝড়ের কালোয় দিক্‌-ভুলনের কূল বরণ,
পল-আলোর অন্ধকারে ফণীর মাথার মণি হরণ !
চার-চোখের লেনা-দেনা—
হঠাতের চির-চেনা !
চাঁদমুখের এক্‌টি-হাসে জীবনে নব-যৌবন,
চাঁদ-ঘড়ির এক-মোচড়ে সাগরে রস-প্লাবন !

স্বীকার

যখন গগনে-গগনে লগনের পড়ে সাড়া !
থেকে-থেকে চম্‌কাতে রয় মৃত্যু-পারের খাঁড়া,
পাতাল থেকে আসে ঝোঁকে-ঝোঁকে
প্রলয় নামে প্রণয়-দূতের তাড়া !
মেঘ ফেটে কামান উঠে ডেকে,
বরুণ হয় অরুণ কোপে,
দলে-দলে পাঠিয়ে দেয় জলহস্তী-সেনা,
ফুৎকারে উড়িয়ে শীকর-ফেনা
শুঁড়ে-শুঁড়ে তপ্ত গোলা লোফে !—

আসে তখন ভাঙ্গা-বুকের হাজার ফাটল থেকে
থেকে-থেকে
রক্ত-রাঙা অশ্রুজলের বাণী,—
ভালবাস্‌তে জানি, আমিও জানি !

যখন নগন গগনময় সাজে ঘনঘটা !
মেঘে-মেঘে কাঁচা-রঙের ছটা,
আচ্‌মকা এক রূপ-সাজানী এসে
এলায় মেঘের রুক্ষ কটা-জটা,
চিকন-মাজন লাগায় নিবিড় কেশে !
ঠেকে-ঠেকে চলে আলোর রথ,
সূর্য্য-ঘড়ির দম্‌ ফুরায় চল্‌তে না-চল্‌তে,
শশী-সনে ঘোরে টল্‌তে-টল্‌তে,
দিশাহারা নিশাতারা পায়-না খুঁজে পথ !—

আসে তখন ভাঙ্গা-বুকের হাজার ফাটল থেকে
থেকে-থেকে
রক্ত-রাঙা অশ্রুজলের বাণী,—
ভালবাস্‌তে জানি, আমিও জানি !

ভাঙ্গে যখন গগন-কারা জংলা মেঘ্‌লা-হাওয়া,
একলা করে আকাশ-পাতাল ধাওয়া,
যা-পায়, তারই টুটি চেপে ধরে,
ঘূর্ণি-ঘুরায় যেন ভুতে-পাওয়া !
ওলট-পালট বিশ্ব পলক-তরে !

জল-সিংহের কেশর নিয়ে খেলে,
গুরু-গভীর মৃদঙ্গ্-বোল তার
ভেঙ্গিয়ে ক্ষেপিয়ে বারবার
দস্যু পলায় লুট তাড়াতাড়ি ফেলে !

আসে তখন ভাঙ্গা-বুকের হাজার ফাটল থেকে
থেকে-থেকে
রক্ত-রাঙা অশ্রুজলের বাণী,—
ভালবাস্‌তে জানি, আমিও জানি !

যখন সারা-গগন মগন, নামে সঘন ধারা,
নূতন জলে মেঘ-অভিষেক সারা,
পোড়া বন-মাঠ সবুজ-স্বপনে হাসে,
মরা-নদী কূলে-কূলে মাতোয়ারা,
সিক্ত-মাটীর মাতান' গন্ধ আসে,

আর্দ্র-পাখীর গলা ব'সে ধরে ব্যথা,
মন্ ঢিমে নয়, রসে ভিজে-ভিজে ঢিলে,
ঘরে-ঘরে দ্বার বন্ধ খিলে,
অধরে-অধরে ঘুমান' চুমায় কথা !—

আসে তখন ভাঙ্গা-বুকের হাজার ফাটল থেকে
থেকে-থেকে
রক্ত-রাঙা অশ্রুজলের বাণী,—
ভালবাস্‌তে জানি, আমিও জানি !

নীলা

সাড়া

সিন্ধুতীর—অপরাহ্ন-বেলা,
বালুর শয়ন—শূন্যে মেলি উদাস নয়ন
নিরালা একেলা,
নিম্নে ভাসাইয়া সারা মন
সাগরে তখন !
চিত্ত-মাঝে নৃত্য জল-খেলা,
পারাপার মুছে' একাকার !
দিশাহারা ক'টি নিশাতারা
মেঘে-মেঘে দিবা হয় পার !—
কে ডাকে রে,—দ্যাখো কবি, মুছি' আঁখিধারা,—
কত গিরি, নদী হ'য়ে পার, পথে নাহি থামি'
আসিয়াছি আমি, ওগো আমি !

তুমি ? তুমি ?—না, ও জল-মায়া !
দেখি তাতে ছল-ছল তোমারি নয়ন,
কালো-পক্ষ্ম-ছায়া !
আলো যেন বোবার স্বপন !
আঁধারে মগন।
অস্তপথে পা-বাড়ায়ে রবি,
বিবশ দিবস ঘুমে সারা,
ধরা যেন পটে-আঁকা ছবি !—
কে ডাকে রে,—ত্মাখো কবি, মুছি' আঁখিধারা,—
কত গিরি, নদী হ'য়ে পার, পথে নাহি থামি'
আসিয়াছি আমি, ওগো আমি !

তুমি ছল ?—কি তা-হ'লে খাঁটি ?
ওহে মিথ্যা, চিত্ত-বিনিময়-বিত্তা নহে ফাঁকী !
হাতে হাত আঁটি'
স্পর্শালাপ—সত্য নয় তা কি ?
আঁখে ঢেলে আঁখি

দুজন কূজন ভুলে গিয়ে
মর্ম্ম-ছোঁয়া মর্ম্মে হ'য়ে হারা ?
সেও ভ্রান্তি ?—ভুল ভেঙ্গে দিয়ে
কে ডাকে রে,—ত্থাখো কবি, মুছি' আঁখিধারা,—
কত গিরি, নদী হ'য়ে পার, পথে নাহি থামি'
আসিয়াছি আমি, ওগো আমি !

রবি অস্তে নেমে গেল চ'লে।
মনোভুলে আপনারে মনে হ'ল, আধা-আধা
ভাঙ্গা-স্বপ্ন ব'লে !
আঁখি কচালিয়া বলি,—হে প্রত্যক্ষ সাদা,
তুমিই-ত ধাঁধা !

সাড়া দেয় অশরীরী বাণী—
যেন দূর সুরের ফোয়ারা !
ধুক্-ধুক্ বুকে প্রতিধ্বনি
শুনি তার,—ত্থাখো কবি, মুছি' আঁখিধারা,—
কত গিরি, নদী হ'য়ে পার, পথে নাহি থামি'
আসিয়াছি আমি, ওগো আমি !

মরমী

লুটিয়ে-পড়া চাঁদনী-চাদর জড়িয়ে সারা অঙ্গে,
কি সুন্দরই দেখাচ্ছ আজ, সিন্ধু !
যেন একটা রূপের উৎস ফেটে পড়্‌ছে শত-ভঙ্গে
ছাড়্‌তে গিয়ে নিজকে বিন্দু-বিন্দু !
কোন্ মায়াবীর যাদুর কাঠি বাজিয়ে যাচ্ছে জল-তরঙ্গ,
তালে-তালে জ্যোৎস্না কর্‌ছে নৃত্য !
অচিন জিন মায়া-নিশায় কেটে যেন ছল-সুরঙ্গ
হরণ কর্‌ছে স্বপ্ন-পরীর চিত্ত !

তুমিও এলে ফুটিয়ে আমার আকাশকুসুম-কুঞ্জ,
মরীচিকায় বইয়ে তৃষার তৃপ্তি !
রঙিন সাড়ীর ফের্‌তা-ছন্দে দুল্‌ছে কেশের পুঞ্জ,
হাসে হার, চম্‌কে চিক-দীপ্তি !

নীলা

জ্বাল্‌লে আলো আলেয়ায়, কল-কণ্ঠের হর্ষ
বাজিয়ে গেল প্রাণের গোপন তন্ত্রী
জোড়া-হাতে পরা'ল কার আলগোছের স্পর্শ
বিন্‌-সুতোর মন-বদলের গ্রন্থি!

সাগর, তোমায় আস্‌ছি দেখে অসীমার সীমান্তে—
ধূ ধূ দেখা শুধু ঝাপ্‌সা-চক্ষে!
তাই-ত ছিলে প'ড়ে আমার স্তবের তটপ্রান্তে,
এই-প্রথম এলে আমার বক্ষে!
তুমি যেন মায়াপুরীর অশরীরী স্ফূর্ত্তি,
নিরুদ্দেশে ছড়িয়ে যেতে হর্ষ!
দূর হ'তে পূজা নিত জড়ের পাষাণ-মূর্ত্তি,
আজই পেল আমার প্রাণের স্পর্শ!

তোমারো-ত তপ্ত-হাতটুক্ নিয়ে হাতে মিট্‌লো ধন্দ,—
হাতের ভাষা বিঁধে বুকের মধ্য !
একটা পলের—এক অবেলার দম্‌কা ঝঞ্ঝা অন্ধ
দেখিয়ে দিল তোমায় সেদিন সদ্য !
মনে হ'ল, তোমার কোন নাই আদি-অন্ত,
তুমি আমার মনের হঠাৎ-সৃষ্টি !
তদবধি ধরা যেন লাখ-যুগের স্থির-বসন্ত,
আমরা দুজন পিকের কূজন মিষ্টি !

আষাঢ়ে

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
দেখে' তার মাতামাতি
নিভা'ল চাঁদনী বাতি,
পালা'ল রাতারাতি সাদা-মেঘ শেষ-তুলো পিঁজে
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে ।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
ভেজা-মাটীর বাস-পরশা
বীথীতে যূঁথীর বর্‌ষা,
রং-রস-সুরের জল্‌সা নদ-নদী-হ্রদ-বন-উদ্ভিজে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে ।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
দিলো-কি পাতালের শাঁখ
এ-আকাশ-উৎসবে ডাক ?
কে এল লাগায়ে তাক মধুমাসের মনসিজে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
মেঘ তার কেশের রাশি,
বিজলী—চম্‌কা-হাসি,
বাজ তার খেলার বাঁশী—বেজে উঠে নিজে-নিজে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
কর্‌বে কার ঘর-কর্‌ণা
রূপসী অসিত-বর্ণা ?—
ফলায় যার সরিৎ-ঝর্‌ণা হরিৎ-ফসল বারিদ-বীজে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
ঝিঁঝি তার তানপূরা,
দাদুরী সপ্তসুরা,
শিখী—তার নৃত্য ঘুরা বিশ্ব-চিত্ত-সরসীজে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
যার গানের গুরু-গুরু
সব প্রাণের দুরু-দুরু,
হয় সুরু বড় সুখের বুকের ব্যথা কেমনই-যে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

কে এল এই আষাঢ়ে অন্ধকারে ভিজে-ভিজে !
তোমারই মত-যে সে,
যাব তার স্রোতে ভেসে,
কূল মিলাও যদি এসে—স্বপন দেখি কত কি-যে !
এই আষাঢ়ে ভিজে-ভিজে।

শ্রাবণে

শ্রাবণের আকাশ এল নিদাঘ-চিতার অশ্রু নেয়ে !
বিরহ ছল্‌ছল্‌
মিলনে টল্‌মল্‌,
সেজেছে পাগল-করা রূপের বাদল তোমার রূপের আদল পেয়ে !
কত-না চোখের পাথার
কত-না বুকের আঁধার
ঘনায় ও-সজল আঁখির কাজল-পাতায়—মেঘ্‌লা-ঘোর যেথায় ছেয়ে !
দরদ পড়ে জগৎ বেয়ে !

নীলা

শ্রাবণের আকাশ গেছে নেমে পেয়ে বাদর-আদর !
ভরা-যৌবনের ভার
বইতে পারে না আর !
ঠিক যেন তোমার অধর রসে কাতর একটী চুমার সয়-না ভর
টানিছে রবি-শশী
সলিলের ঝুলন-রশি,
এলো-চুলের ঢেউ ও-তোমার দোলায় আমার স্বপ্ন-সাগর !
স্বপন-মগন চরাচর।

শ্রাবণের আকাশ ভ'রে রাশভারী সুরের উৎসব !
মেঘের মৃদঙ্গ্-বোলে
তরঙ্গের কণ্ঠ খোলে,
শুনি-যে হাসি-ভরা তোমার গলায় আমার বুকের বাঁশী-রব !
যেন আজ ফোটার ধুম,
শুধু ফুটানের মরশুম,
তোমার দেব্‌তায় জাগালো-কি প্রথম আমার প্রণয়-স্তব !
ঘরে-ঘরে প্রেমের পরব।

নীলা

শ্রাবণের আকাশ-পটে রঙের চিকন-মাজন-রাগ !
লাবণ্য শষ্প-পাতায়,
বিটপী-গুল্ম-লতায়,
তোমাতে গিয়ে খোয়া আমার ছোঁয়া সাজায় সবার সব্‌জী-বাগ !
তাজা রং ফলে-ফুলে,
কাঁচা ঢং নূতন জলে,
তোমারই রূপ-সাজানী দরদ-পাণি মাখায় আমায় ভিজে-ফাগ !
ভুবন ভ'রে রঙের দাগ !

মন-মিলানী

যুগল-জনের মন-মিলানী,
তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভুমিকে !
ফুলসজ্জা আস্‌তে না-আস্‌তেই সারা,
মধুচন্দ্র হাস্‌তে না-হাস্‌তেই হারা,
প্রেম-কি তোর এক-পূর্ণিমার হাসির আঁখি-জল !
বল্‌, আমায় বল্‌ !
সর্ব্বহারা শুকতারা, নিশা-পালানী !

যুগল-জনের মন-মিলানী,
তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভূমিকে !
কাঁচিয়ে রসে বাঁচিয়ে রাখ প্রাণ,
ফেরো গেয়ে যৌবনের জয়গান,
তুই-কি রোগ-জরা-হরা অমৃত-গরল ?
বল্‌, আমায় বল্‌,
মধুমাসের মধুর-মলয় জগৎ-জ্বালানী !

যুগল-জনের মন-মিলানী,
তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভূমিকে !
যোগায়ে যাও জাগিয়ে রঙিণ আশা
নিরালার যা কানাকানি-ভাষা !
মন-জানার কুঞ্জে-কি তোর আড়ি-পাতা ছল ?
বল্, আমায় বল্,
বঁধু-বধূর ফাগুন-রাগের ফাগ-খেলানী !

যুগল-জনের মন-মিলানী,
তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভূমিকে !
মরম চিরে মরমে নাও আসন,
শাসন ক'রে মানাও তোমার শাসন,
রূপের শতদলে তুই-কি রসের পরিমল ?
বল্, আমায় বল্,
শারদ-নিশার মায়া-আবেশ হিয়া-এলানী !

যুগল-জনের মন-মিলানী,
তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভূমিকে !
তোর ছোঁয়া লাগ্‌লে প্রাণের কানায়,
পাষাণ টলে, শঠকে সাধু বানায়,
তুই-ছাড়া কি-নয় লোকালয় পশুর বিহার-স্থল ?
বল্, আমায় বল্,
বাঁধন-হারা শ্রাবণ-ধারা নভ-গলানী !

তুমি কে, তুমি কে ?
পরশ ক'রে সরস কর মরুভূমিকে !
তোমার কথা বল্‌তে না-বল্‌তে,
ভাষা যায় নেশায় টল্‌তে-টল্‌তে !
তুই-কি কবির আকাশ-কুসুম ? না, আলেয়া-খল ?
বল্, আমায় বল্,
মরু-তৃষার মরীচিকা, দিশা-ভুলানী !

মেঘ-পূর্ণিমা

মেঘ-পূর্ণিমার মলিন-হাসি ঘোর-পাষাণকেও গলিয়ে ছাড়ে!
সাগরের তরল-প্রাণের ব্যাকুলতা চাঁদের কাঁদায় আরো বাড়ে!
নিশুতির স্বপ্ন-ছাওয়া
নিশীথের তন্দ্রা-বাওয়া
ইন্দ্রজালে জগৎটারে একেবারে মুছ্‌লো ঝাপ্‌সা-তুলির টানে!
বিধবার সাদা-ঠোঁটের বিজ্‌লী-ধাঁধাঁ বেরিয়ে এল সাগর-স্নানে!

মেঘ্‌লা দিন-দুপুর কি-রে নিয়ম ছিড়ে নাইতে এল পূর্ণিমাতে?
নীরধি দেয় দরদী-দিবসেরে বেমালুম বুনে' মধু-নিশির সাথে!
দুই-মিশালী নেশায়-পাওয়া
ঘরে-ঘরে দুয়ার-দাওয়া,
গজল-গাওয়া বাদল-হাওয়া সুর মিলাতে কাঁপন-হাতে আগল ঠেলে!
মন-হারাণের দরজা খুলে' মেঘের জালি চাবি খালি হারিয়ে ফেলে!

নীলা

মেঘ-পূর্ণিমার মলিন হাসি ভোরের বাঁশী কাঁদিয়ে কাঁদে অভিমানে !
অলকার বিরহিনী বুক-শোণিতে নীরদ-দূতের পূজা আনে !
মেঘের দেশে-যাওয়া
চাঁদের হেসে-চাওয়া—
অজানার নিছক্ সুখে জানার দুখে হক্ নিয়ে ভাগ-বাটার পালা !
পূর্ব্বরাগের আব্ছায়াতে অগোচরে অনুরাগের আলোক-মালা !

কান্নারে এমন ক'রে সুধায় ভ'রে হাসিয়ে দিতে আর-কে জানে ?
খেয়ালের হেলা-খেলে সুরে ঢেলে গড়্ছে চিরদিনের গানে !
বরষা অসীম-ধাওয়া
সহসা মরম-ছাওয়া !
ও-ঠিক পাত্র-পুরা তীব্র-সুরা ফেনিয়ে উঠে' শুকায় ঠোঁটে যাদু-বলে !
একটী-রাতের মিলন যেন ভোরের ভয়ে শিউরে উঠে পলে-পলে !

নীলা

জিজ্ঞাসা

কার রূপে আলো ভেসে আসে কালো মেঘে-মেঘে ?
কে মিলনে ভোর বিরহ-রজনী জেগে-জেগে ?
কে আঁখি কচালি' দেখে—জেগে কি না—পলে-পলে ?
কে ঘুমায়ে ভোলে স্বপ্ন-জাগার ছলে-ছলে ?
কে ফেরে আমার কল্প-নদীর বাঁকে-বাঁকে ?
অমিয়া ভিজায়ে সাজায় কে হিয়া থাকে-থাকে ?
কাঁটা-কীট বেছে ফুটায় কে প্রাণ ফুলে-ফুলে ?
কে চায় বলিতে বুকে-হারা কথা খুলে'-খুলে' ?
কার বুক উঠে কিসে অগোচরে ভ'রে-ভ'রে ?
কে আমারে খোঁজে আমার স্বপন ধ'রে-ধ'রে ?
কে সাজায় ডালা দরদী-হৃদয় চিরে-চিরে ?
কে পরাতে মালা—যায় কাছে এসে ফিরে-ফিরে ?
কে অকারণে থাকিবারে চায় স'রে-স'রে ?
কার হাসি পড়ে উপচিয়া রসে ঝ'রে ঝ'রে ?

নীলা

কে রাখে আমারে গলার কবচ—চোখে-চোখে ?
কে দেয় ছবি শিল্পীরে—ফোটার ঝোঁকে-ঝোঁকে ?
কে মিলায় দিল কবির অমিল মিলে-মিলে ?
কার আঁখি যেন গভীর-সাগর নীলে-নীলে ?
কার কেশ-বাস চরণের ধ্বনি দিকে-দিকে ?
কবিতায় কার কথা রাখিতেছি লিখে-লিখে ?

প্রশ্নোত্তর

কার মুখ—সারা-হৃদয়ে সদ্য পদ্ম ফুটায় ?
কার বুক—ভরা-সুখের সাগরে ঢেউ উঠায় ?
কার আঁখি—লীলা-চকিত হরিণ—দেয় না ধরা ?
কার গলা—কল-হংস রূপের—কাকলি-ভরা ?
কার চলা—অপরূপ নৃত্য রূপ-সভার ?
কাহার অধর—রসের উৎস অসীম-সীমার ?
সে-যে তোমার ! ওগো তোমার !

নীলা

কার কেশ—ঘন বর্ষার মেঘ তরুণ কালো ?
কার হাসি—ঘোর আঁধার-পথে অরুণ আলো ?
কার দেখা —প্রাণ-কুঞ্জ ভরিয়া ফুলের বান ?
কার ছোঁয়া—তপ্ত-শিরার বারুদে অগ্নিদান ?
কার স্মৃতি—নিতি-নূতন আবেশ হারান'-দিশার ?
কাহার কথাটি-জপের মালা দিবস-নিশার ?
সে-যে তোমার ! ওগো তোমার !

কে তারে ভাষায় দেয়-নি প্রকাশ ক'রে ?
কে তবু আভাষে দিয়েছে আভাষ ভ'রে ?
কে সঁপে নিশীথে পরের বাঁশীতে আপন ব্যথা ?
কে মোরে শুনায় হাওয়ার মুখে গোপন কথা ?
কে অমিয়া ঢালি ভিজায় খালি এ-মরুভূমি ?
কে সুবাস- শ্বাসে বীজন করে শিয়রে তুমি ?
সে-যে তুমি ! ওগো তুমি !

কে দেয় আঘাত বার-বার মোর রুদ্ধ-দ্বারে ?
কে নেয় ডাকিয়া ঘুমের ঘোরে কল্পনারে ?
কে জরদ-জ্যোৎস্না-গরদে পূজার দরদে ফাটে ?
কে চুরির সিঁধে বাঁশরীর বিঁধ মরমে কাটে ?
কে আসিয়া মেঘে নিশি জেগে-জেগে পড়িছে ঝুমি ?
কে আঁকে এ-ভালে রক্ত-তিলক স্বপ্নে চুমি ?
সে যে তুমি ! ওগো তুমি !

চির-ঝুলন

অতল-তলে আছে এক দেশ
অশেষ যেথায় হারিয়ে শেষ !
দিনটি চাঁদ ঝালায়, রাতটি রবি জ্বালায়,
প্রবাল-পান্না-হীরা-চুনিতে
নীলার জিলা মণি-খনিতে !

কালো পরা বাসে-না ভালো !—
হর্‌লো যক্ষ রূপের সে-আলো !
দিবসে ঘুম পাড়ায়, রাতে তারে জাগায়,
সাধে কাঁদে কত-না ছলে,
প্রেমের কথা কত-না বলে !

পরী তারে রাখে ভুলায়ে,
চোখের জলে দেয় গলায়ে !
নেয় চেয়ে সময়, দেয় তারে অভয়,—
ব্রতের শেষে মোতি-মালিকা
তারই গলে দিবে বালিকা।

অচিন জিন দেখে স্বপনে,
বদল হ'ল মন গোপনে !
পাতাল খুঁজে' বেড়ায়, চোখে অশ্রু গড়ায়,
কোথায় আছ প্রিয়া অজানা,
তোমার তরে হিয়া দেওয়ানা !

চারিচক্ষে দেখা দুজনে !
নিত্য মেলা শেষে-বিজনে।
সোণা-কাঠি লাগিয়ে দিনমানে জাগিয়ে
পরী সনে জিন মিলিছে !
যক্ষ-চোখে ধুলি ফেলিছে !

পরী ব'লে,—প্রাণে লাগিছে,—
যক্ষ-মনে ধাঁধাঁ জাগিছে !
সন্দেহের ব্যথায়   খোঁচা দেয় কথায়
কভু যদি দেখে সে চোখে,
প্রলয়-যে হবে পলকে !

মিলো, বঁধু, নারী-কায়াতে !
জিন বলে,—বিধি মায়াতে,—
হ'লে জাতি বদল,   থাকৃতে হবে কেবল
চিরদিন নারী !—জানিও !
পরী বলে,—বেশ, থাকিও !

জিন কয়,—তবে প্রেয়সী,
শুকাবে-না প্রেম-সরসী ?
যাবে ধনু ভাঙ্গিয়া   অতনু-যে ভাগিয়া,
কিবা ফল বেঁচে-মরাতে—
মানসের চির-জরাতে ?

পরী কয়,—প্রেম—জ্বালাতে !
ফুলে নয়, কাঁটা-মালাতে !—
হেনকালে চকিতে যক্ষ রক্ত-আঁখিতে !-
মায়া-সিন্ধু রচি' মাঝারে
দুই পারে রাখে দোঁহারে !

পরী ছলা-কলা চালায়ে
যক্ষে দিল ভুলে ভুলায়ে !—
প্রণয়-যে কি-রোগ ! এনে দিল সুযোগ !
পরী পক্ষ নাহি কাটিতে
মারে যক্ষে রূপা-কাঠিতে !

যাদু হ'তে জিনে তরায়ে
পরী দিল মালা পরায়ে !
শাঁখের কল-কূজন এক করলো দুজন !
দোলে যুগল চির-ঝুলনে,
পাতাল মাতাল মন-মিলনে !

নিত্য রাস

নীরধি ? না, এ যমুনা ? তরঙ্গ ? না, গোপাঙ্গনা
শ্যাম-ভ্রমে—সিক্ত-কেশ-বাস—
গোকুলে পাষাণ ছিল, অকূলে কি সে গলিল ?—
ঘিরে তারে নৃত্য—নিত্য-রাস !

নীলের চাঁদোয়া-তলে কখনও চাঁদ্‌নী জ্বলে,
কখনও-বা বিজলীর বাতি,
রূপের বাদল সাজে, মেঘের মাদল বাজে,
রাতে দিন, দিনে হয় রাতি !

সুরের বর্ষা নামে, নাচের জল্‌সা জমে
ছায়াপুরে মায়ার নূপুরে,
করে বুঝি জল-রাস জলচর বারমাস
তরঙ্গের তালে-তালে ঘুরে' !

ধবলী-শ্যামলী-দল শ্যাম-গোঠে ছল-ছল,
মাতে হেরি জড়ের উল্লাস,
নবদূর্ব্বা-শ্যাম ভুলি হাম্বারবে পুচ্ছ তুলি
নৃত্য শিখে ধরি জল-রাস !

কি-বসন্তে কি-নিদাঘে জন্মান্ধেরা সদা জাগে,
আলো-অন্ধকারে উদাসীন,
অনন্তে আনন্দ-লীলা, তাল-তমাল-নীলা
ধরা করে নৃত্যে প্রদক্ষিণ !

রবি-শশী-গ্রহ-তারা নিত্য-রাসে আত্মহারা
ঘুরি ঘুরি মায়া-ছায়া-পথ,
এক তাল-লয়-ধারা, সারা-বিশ্ব মাতোয়ারা,
রাস ? না, এ রসের সঙ্গত ?

স্থান ভিক্ষা

যদি কূলে ডেরা বাঁধ্‌তে পাই,
অকূল, আমি দুনিয়া ভুলে যাই,
চির-বসন্তে ভাসিয়ে মন
মশগুল থাকি অনুক্ষণ,
দিল-দরিয়া নীল-দরিয়ায় হারাই,
বাদ্‌লা হাওয়ায় চিত্ত গাঁথি,
মাত্‌লা ঢেউয়ের সনে মাতি,
আস্‌মানে মোর ঝুলনা ঝুলাই!

গানে,কাণের খোস-রোজ,
নাচে, আঁখির প্রীতি-ভোজ,
প্রাণে শীকর-গোলাবপাশের ছিটে !
আমার ভাগ্যেই উড়ে গেছে ঠাঁই,
মাথা গোঁজ্‌বার ছায়াও পুড়ে ছাই
বিশ্ব-জোড়া তোমার পাদপীঠে ?

একটু বালির ছিটে ফেলা-ছাড়া—
তাতেই দিব্যি হ'তে পার্‌তো খাড়া
একরত্তি আমার বসত-ভিটে ।

ঝিনুক কর্‌তো কারু কাজ,
শামুক ঘরের চারু সাজ,
নিশার আলো পেতাম জ্যোতি-কীটে !

পাট্টা নিয়ে জল-মহলে
নাম লিখাতাম প্রজার দলে,
নোনা হ'ত মিশ্রি-পানা মিঠে !

আকাশ-কুসুম ক'রে আবাদ
গুল্‌জার রাখতাম্ ফটিক-প্রাসাদ,
রাজা-প্রজার বিবাদ যেত মিটে !

নীলা

হোক্ না চোরাবালি, মরুর ছাই !
তবু-ত-সে তোমার কিনারাই !
ভুলাক্ মরীচিকার জল, ধাঁধাঁক্ আলোয় আলেয়া-ছল,
পারাপারের ও-যে পান্থ-সরাই !

অনিদ্রা, হাঁপ, হৃদ্-রোগ,
যক্ষ্মা-পক্ষাঘাতের ভোগ,
স্নায়ুর পীড়া—সারায় এক ও-হাওয়াই !
কবির বুক যে ব্যাধির বাসা,
তাই-ত ধর্না দিতে আসা,
নীল ঝর্ণা দিল-দরদের দাওয়াই !

ব্রহ্মাণ্ড যার—জায়গার তারই টান !
ধার ক'রেও স্থান কর্তে যদি দান
ঢেউ-খেলা নীল-মিনার-কিনারে,
জল-তরঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে
উদয়-গিরি-চূড়ায় যেয়ে
নাম্তাম ফিরে অস্ত-শিখর-পারে !

গভীর হতে সুগভীরে
রত্নাকরের হৃদয় চিরে
ঘুর্‌তাম খনির উজল-অন্ধকারে,
মণি-কোঠার প্রহরায়
যক্ষ যেথা পাষাণ-প্রায়,
বড়বানল ঘোরে চক্রাকারে !

দ্বারে থাক্‌তো জগৎ বাঁধা প'ড়ে !
আমার বীণায় কর্‌তো খেলা মায়াপুরীর সুরের মেলা,
বিশ্ব-তানের আসন উঠ্‌তো নড়ে !
রহস্যের মর্ম্ম ভেদি
রত্নাকরের রত্নবেদী
লক্ষ-বক্ষে দিতাম ছন্দে গ'ড়ে !

অতিথ হ'য়ে আমার গৃহে
কবিতা শুন্‌তে চাইতে স্নেহে,
দুল্‌তে আমার স্বপন-দোলায় চ'ড়ে !
ঘুচ্‌তো প্রাণের গ্লানি-কাদা,
মিট্‌তো মনের দ্বিধা-ধাঁধাঁ,
হাসা-কাঁদার মুক্তি শীতল-ক্রোড়ে !

নীলা

কে গায়

কে গায় ওই ?
পরাণ খুলে'
দুনিয়া ভুলে'
নেশায় চুর্,
আপন মনে
স্বপন বোনে
স্বপ্ন-পুর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?

নাচে ব্যোম,
সূর্য্য-সোম
খুলে' নূপুর,
চুমায় লাল
গোলাপ-গাল
দিগ্বধূর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?
শূন্য-দিশা
জ্যোৎস্না-নিশা
তন্দ্রাতুর,

ফুটায় লাখ
হীরার ঝাঁক
দরিয়ানূর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?

ঘুরিয়ে গ্রহ
বার্ত্তাবহ
আলো-মুকুর
বেতার-তারে
এ-উহারে
পাঠায় সুর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?
রূপের ডালা
মেঘমালা
খোলে চিকুর !
বাদল-নাওয়া
পাগল হাওয়া
ধরে মাথুর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?
অতল ভেদি'
রত্নবেদী
হরে নিঠুর !

হাসির ছল
অশ্রু-জল !
কালো বঁধুর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?
সুরের পরী
শিখে ধরি'
খেলা যাদুর !
যেন এ-গান
ফুলের ঘ্রাণ
ভুর-ভুর !
কি মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে গায় ওই ?

ঘরে-ঘরে

পেখম ধরে

মন-ময়ূর,

বুকের দোলে

কাঁকন বোলে,

বাজে কেয়ূর !

কি-মধুর !

কে গায় ওই,

গীতময়ী !

কে গায় ওই ?

কূলে একা—

রেশের রেখা

মিলায় দূর,

নীলা

অকারণ
উদাস-মন
ব্যথা-বিধুর,
কি-মধুর !

কে গায় ওই,
গীতময়ী !

কে বাজায়

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায় ?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায় ?

বায়ু হয় কোকিল-কাকলি,
নিশীথের নিশুতি ভাঙ্গায়,
বাদ্‌লার চাঁদটি গলায়ে
নীলিমায় শোণিমা রাঙ্গায় !

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায় ?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায় ?

মলয়-মন্দিরা রাখে তাল,—
তরু-লতা দুলিছে লীলায়,
এ-কি মীড় বেতার-সেতারে—
পাখী নীড় খুঁজিছে নীলায় !

নীলা

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায় ?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায় ?

নু, লাখ-শাখ
পাতালের উৎসব-নিশায়,
জল-সিংহ ফুলায়ে কেশর
জয়-ধ্বনি আকাশে মিশায় !

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায় ?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায় ?

দ্বার খুলি হাসে তারাগুলি,
দীপাবলী সলিলে ভাসায়,
পশু দেয় কবিতায় প্রাণ,
জড় গাঁথে মানব-ভাষায় !

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায় ?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায় ?

দিগন্তের মেলি অন্তরাল
ডাকে বিশ্বে অনন্ত-ক্রীড়ায়,
পূর্ণ করি শূন্যের গহ্বর
এ-পারটি ও-পারে ভিড়ায় !

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায়?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায়?

মরমী যে, পলকে আলোকে
জ্বলে' উঠে সুরের শিখায়,
সৃষ্টিছাড়া দিশাহারা দলে
অগোচরে নামটি লিখায়!

এ-জলতরঙ্গ কে বাজায়?
ও-মেঘমল্লার কে ভাঁজায়?

ব্যবধানে বড় কাছে টানে,
অরাতিরে দরদী বানায়,
এ-সঙ্গত অমৃতে ডুবিয়া
'মৃত্যু নাই!'—সঙ্কেতে জানায়!

নীলা

আপনহারা

চিকন-কালা বাজায় বাঁশী, আর-যে ঘরে থাকা দায়!
সুর সাধে, না, আমায় সাধে ? মন বেঁধে-কি রাখা যায়
ঢেউ দিয়ে যায় হাসি-হাসি—
বিনি-সূতে পরায় ফাঁসি,
বল্ দেখি-ত, দূরে-দূরে স'রে থাকা কতই চলে ?
ঘুরে-ঘুরে আসে ক্ষ্যাপা আবোল-তাবোল কি-সব বলে!

বুক-ফাটা মাথা-খোঁড়া কতই দেখা যায় আর ?
দীর্ঘশ্বাস, হাহাকারে অশ্রু চেপে রাখা ভার!
ইঙ্গিতে কি-চায় জানাতে,
সঙ্গীতে কি-চায় শোনাতে,
বুঝি, আর-তা না-ই বুঝি, মনটা উঠে কেমন ক'রে,
চাই-না তোমায়—কেমন ক'রে বলি, বল, প্রাণটা ধ'রে!

লীলা

'এ-বঁধুতে মধু নাই' যতই ভজাও, কর বারণ,
বড় ব্যথার ধন-যে আমার মন-হরণ কালো-বরণ !
সেধে-বাদ কঠিন বলা,
সজল-শ্যাম দরদ-গলা !
তবু যদি সইতে নার, ঢোল পেটাও-গে সবাই মিলে,
ঝাঁপ দিয়েছি সেধে আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কের সলিলে !

আয়ানের ভয় দেখিয়ে আমায় চোখ রাঙাও-যে খালি-খালি ?
ত্থাখ চেয়ে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কালা আমার হ'ল কালী !
ও জটিলা-কুটিলার দল,
শুন্‌ছো হাসি খল খল ?
নৃত্য-রঙ্গে শ্লথ কেশ, হৃত অঙ্গে পীত-বসন !
বাঁশী হ'য়ে মসীর অসি ঘুরায় বুকের হুতাশন !

মাটির শিব দলে পায়ে, দুখ-দরদ নাই একটী কণা,
লাজে কৃষ্ণা দন্তে কাটে রক্ত-তৃষ্ণার লোল-রসনা !—
মেঘ্‌লা অমার অন্ধকারে
জংলা হাওয়ায় একূলা পারে,
মনে হ'ল, উপ্‌ড়ে নিয়ে চল্‌লো কে আজ ধরা,
চন্দ্র-তারা ভয়ে হারা, সারা বিশ্ব মরা !

নীলা

বড় ভালবাসি

জ্বালো আলো ভালো ক'রে, কালো-রূপের স্রোতে ভাসি,
জ্বলুক্ মন, ব্যথার ধন, তোমায় বড় ভালবাসি!
সকল পারাপারের পারে
ভাসিয়ে দিয়ে আপনারে
যাচ্ছ যেথা, আমায় সেথা নাও-না সাথে, ও পিয়াসী!
তোমায় বড় ভালবাসি!

তোমার বাণী বীণাপাণি—বিদ্ধ করে মরম-তল,
ও হাতছানি, নীলা, জানি, কমলার-সে লীলা-কমল!
আছি প'ড়ে শূন্য-বেলায়—
এসে হঠাৎ কোন্ অবেলায়
ভেলা নিয়ে যাও-বা ফিরে আঁখির নীরে ডাকৃতে আসি'!
তোমায় বড় ভালবাসি!

তোমার নৃত্য নিত্য আমার ঢেউ তুলে দেয় চিত্তময়,
মিষ্টি বারি-কণা-বৃষ্টি—সারা সৃষ্টি হারা হয়!
পরশ কর খেলার ছলে—
শিউরে উঠি পলে-পলে,
জগৎ দেখি ইন্দ্র-ধনু, জীবন ভাবি পৌর্ণমাসী!
তোমায় বড় ভালবাসি!

কাতর সুরে আদর পূরে' পাঠাচ্ছ ঢেউ আমার কূলে,
শ্বাসের ছোঁয়ায় উড়ো-চুমায় ভুল-যে আমার আছে ভুলে,
নীলিমার অসীমা ফুঁড়ে'
ফুর্‌ফুরে মন হাওয়ায় উড়ে,
পথে থেমে স্রোতে নেমে তোমার কাছে শেখে বাঁশী!
তোমায় বড় ভালবাসি!

গভীর থেকে সুগভীরে ফটিক ফেটে বারবার
ঘূর্ণি-বেগে আবেগ উঠে—হরষ, না, হাহাকার?
যে চেনে সে সব হারিয়ে
সকল খালি নেয় ভরিয়ে,
রূপের কান্না পান্না আমার—রসের হাসি মুক্তারাশি!
তোমায় বড় ভালবাসি!

বিজয়ার আগমনী

আস্‌বি যখন—রূপটী খুলে,—
ওরে আমার মরণ-পরী !
দিস্ খট্‌কা-ধাঁধা মন্ত্রে সাধা
ঝট্‌কা-যন্ত্রে শান্ত করি' !
ভরা-মেলায় হাসি-খেলায়
ভঙ্গ করিস্ রঙ্গ ভরি' !
প্রেমের পাষাণ, চাস্‌-ত প্রাণ ?-
রূপের জোরে নিস্‌-তা হরি' !

বাঁকা'স ইন্দ্রধনুর সিঁথি
রজত-নিরদ-গরদ পরি' !
আসিস্ ঝুলিয়ে প্রাণ-চম্‌কা স্থির-বিজ্‌লীর কাণ-ঝুম্‌কা,
ফুটিয়ে ফুল, টুটিয়ে কূল
দম্‌কা-বানের সঙ্গ ধরি' !

দুলা'স জ্যোৎস্নার জরদ-ওড়্না
হাল্কা হাওয়ার ঘাগ্রা পরি'!
পায়ের নূপুর নৃত্যকালে বাজ্বে চিত্তে দাদ্‌রা-তালে,
ঘুর্‌বো তোরে বক্ষে ধ'রে
মনের সাধে নৃত্য করি'!

আসিস্ আতুল পূর্ণিমাতে
খসা-তারার টিপটী পরি'!
চিকন-গায়ে খস্‌বে বেশ, লুট্‌বে আঁচল, খুল্‌বে কেশ,
এলিয়ে রূপ করা'স্ চুপ
ফস্‌কা-বাঁধন আল্‌গা করি'!

সাগর সেঁচে আসিস্ সেজে
ডাগর চোখে সুর্ম্মা পরি'!
ভিজে-পাতার কালি দিয়ে আল্‌গোছে মোর নাম কাটিয়ে
দুষ্টু মেয়ে মিষ্টি চেয়ে
রাখিস্ গলার কবচ করি'!

নীলা

আনিস্, হানিস্ শাণিত ছুরি
পরাণ-চুরির মিছ্‌রি ভরি' !
দীর্ঘ-চুমায়—লম্বা-রাত— ঢুলিয়ে পাখা, বুলিয়ে হাত
স্নিগ্ধ-কোলে মুগ্ধ-দোলে
ঘুম পাড়াস্ তুই, যাদুকরী !

আসিস্ রূপের সদ্ম খুলে'
পদ্ম-গন্ধে অন্ধ করি' !
আসিস্ না ভাই, তোর দোহাই,
ডাইনী-বুড়ীর মুখোশ পরি' !

শুষ্ক-তরু দগ্ধ-মরু
যক্ষ্মা-রোগীর মূর্ত্তি ধরি' !
যে লয়— হ'তেই হয়
স্বর্গপুরীর বিদ্যাধরী !

ছায়াপুরী

দানোয়-পাওয়া খেয়াল-ছাওয়া ফটিক-নগরে
বিহরে আব্‌ছায়ার পুরী কুহক-সাগরে!
প্রবাল-প্রাসাদ আগাগোড়া চুনি-পান্না-মাণিক-মোড়া,
শিহরে শারী কুহরে শুক প্রহর-প্রহরে,
হীরায় দিন, নীলায় রাতি সলিল-সহরে!

মৎস্যনারী সারি-সারি ছাতটি বহিছে,
বঁধুর পানে মধুর চেয়ে ভারটি সহিছে!
বঁধুরা চাউনি ফিরিয়ে দিতে পরিয়ে দেয় অলখিতে
জ্বালার চয়ন আকাশ-কুসুম মালার বয়নে!
মুকুরে ফেলে আলেয়া-আলো এ-ওর নয়নে!

ছায়াপুরীর মায়াময়ীর যাত্নর পাহারা—
মরীচিকায় করলো বধূ জলের সাহারা!
জলে-জলে শেষ-তলায়   পল-বিপল গড়িয়ে যায়,
বাজে হোরা মুখচোরা সূর্য্য-ঘড়িতে,
মূক-ঋতুরা আসে-যায় মন্ত্র-তুড়িতে!

নৃত্যশালার জল-বালারা ঢুলছে নেশাতে,
বিবশ-পুরীর রস-চুরির রঙ্গ-নিশাতে!
নীলাম্বরীর টান্‌তে আঁচল   বুকে মাখে চোখের কাজল,
ঘুমিয়ে আছে হাতের কাছে স্বপন-যাপনে
জলতরঙ্গ জড়িয়ে-কাঠি সুরের কাঁপনে!

গাঙ্গচিলের উড়াল-রেখার পংক্তি কালো-যে—
মায়াময়ীর হাতের হরফ আভের কাগজে!
উড়্‌ছে সেই ছবির গান   কর্‌তে কবির সুধাপান-
এক-পলকের এক-ঝলকের হাসির রাশিতে
নিজকে বিলায় সুরের খেলায় বাঁশীর ফাঁসিতে!

রূপে-আলো কাঁলো চেড়ী মহল-মহলে,
রক্ষ-সেনা রণ-পা ফেলে-টল্‌ছে টহলে!
যক্ষ-দ্বারী দ্বারে আঁকা!— জিন-ডুবারী ভাসিয়ে পাখা
নীল-পরীর চোখে তিল? না, জিল নিহারে?
পাগল দিল খোঁজে মিল সলিল-বিহারে!

দখিণ-বাওয়া সাগর-নাওয়া ভুবন-ভুলানী
হাওয়ার হুরী ছায়াপুরীর চামর-ঢুলানী!
সে-মোহিনীর দীর্ঘ-চুমায় মায়াময়ী কত ঘুমায়!
ঢুলিয়ে-ঢুলিয়ে ঘুম পাড়ায় শীতল-দোলাতে,
বেলার নাই গাছ-পাথর বাদল-ঘোলাতে!

জুড়ায় ঢেউ কূলে এসে পাতাল-পালিয়ে,
উড়ায় কেতন চেতন—জলে বেদন গালিয়ে!
সোণার কাঠি নিয়ে কবি জাগাবে কার ঘুমের ছবি,
এস ফিরে মায়াময়ী, ত্যক্ত-জীবনে,
শুক্তি-চেরা মুক্তা সম মুক্ত-পবনে!

দরদী

সিন্ধু, তুমি-কি সৃজনের খেয়াল ?
বিরাট ও-অস্তিত্ব-কি ব্যর্থ ?
কিন্তু, তুমি না-থাক্‌লেই দরদী,
ঘট্‌তো বিশ্বে বিষম অনর্থ !

পৃথিবী ঠিক আগুনের গোলক,
শীতল হাওয়ায় ঢাল্‌ছো তাতে শৈত্য,
নিত্যরোগী টিকে থাকে যথা
নিয়মমত খেয়ে ঔষধ-পথ্য !

বর্ষা-জোয়ার দীর্ঘ-চুমায় বাঁধি'

তুফান চাপি' মৃন্ময়ীরে বক্ষে

কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যোগনিদ্রা ভাঙ্গে,

দরদ বেয়ে পড়ে তখন চক্ষে!

হয় প্রশ্বাসের বিষে জরি' জরি'

প্রাণবায়ু নীরহারা-মৎস্য,

তোমার শোধন লবন-জারণে

ক্ষয়কে করে জীবনীর উৎস!

বিজ্ঞান-রসায়নের আদি-গুরু,

প্রলয়-সূর্য্য মন্ত্রে কর শান্ত,

জড় গড়ে মেঘ, ধারায় বিলায়

জীবের খাদ্য-পান অবিশ্রান্ত!

হরিৎ-পীতের রক্ত-সঞ্চারিণী

লবনাক্ত জল-কণা-বৃষ্টি!

প্রকৃতির জলছত্র নদ-নদী

তোমার ঝরা-বাষ্পে সবার সৃষ্টি!

তোমা-বিনে, হে রসের রত্নাকর,
ভাবের দৈন্য ঘট্‌তো-যা—অভাব্য,
চিরকালের নিরেট-গন্থ ধরা,
তুমিই তারে কর্‌লে রসের কাব্য !

ও-পরিখা মাটীর দুর্গ ঘেরায়,
লয়-আক্রমণ-পথ রুদ্ধ,
নৈলে, সাগর, ক্রুদ্ধ জড়ের সনে
জয় হ'ত কি জীবের জীবন-যুদ্ধ ?

মাণিকের জালিক

নীলিমা-জাল নামিয়ে জলে
মণি-গাঙের বাটে
কোন্ জালিক মাণিক ধরে
পারাপারের ঘাটে ?

ঝিনি-সুতের বোনা জাল,
হাওয়ার কলকাঠি,
ফাঁসিয়ে যেতে আঁটে ফাঁস
আরও পরিপাটি !

মধুরে গুটিয়ে নেয় জাল,
ছাড়ে সুধায় ভ'রে!
আছে সে কার আসার আশায়
রত্নাকর ধ'রে!

নাই নিঁদ, নাই ভুখ্-পিয়াস,
কেমন তাহার ধাত?
ঢেউ ঠেলে' জাল খেলে কেবল
অপারে দিনরাত!

সে-অতল কি উদাসিনী
রাজকন্যার দেশ?
সুর যেথায় চুর্-চুর্
নেশায় হ'য়ে রেশ?

রাক্ষসের রাখা পুরী,
স্তব্ধ যাদুবলে,
ঘন অন্ধকার দেশ
বায়ু নাহি চলে!

গাঙ্গচিলের চঞ্চু-চুমার
ধ্বনি গেছে চুরি,
শুক-সারীর প্রেমালাপের
গলে চুপের ছুরী !

প্রহরিণী চেড়ীর দল
মুনির মন ভোলে,
কালো-বেণী কাল-ফণী—
সবার পিঠে দোলে !

অন্যমনে শূন্যে চেয়ে
ঘুমায় মেয়ে জেগে,
জীব-জন্তু সজীব-পাষাণ
রূপার কাঠি লেগে !

হীরার আলোক, নীলার ঝলক !
খনির মিছা জ্বালা !
বিভোল মেয়ের হীরা গরল,
নীলা বিছার মালা !

দেখে জালে পড়্‌ছে মোতি,
চুনি-পান্না কত,
ফেলে দেয়-তা ভাবের জেলে,
হয়-না মনের মত !

মনটা মেয়ের আকুল হ'য়ে
অকূল স্রোতে ভাসে—
যেথায় বেড়া-জাল পড়েছে
অমূল নিধির আশে !

স্বপন দেখে আপন মনে—
সাগর উঠ্‌লো জ'লে,
তার ভাসান' মন-বা জালিক
তুল্‌লো মাণিক ব'লে !

মনের মতন রতন জেনে
রাখ্‌লো ভালবেসে !
সোণার মেয়ের আঁধার উঠ্‌লো
আলোয়-আলোয় হেসে !

জল-ছল

ঢেউ-খেলা শৈল-শিলা করে-কি তরল-লীলা ?
বহিয়া যেতেছ নীলা, আর্দ্র নীলাম্বরী গায়',
স্তম্ভিত অম্বর-দম্ভ— তোল জয়-জল-স্তম্ভ,—
এখানে আরম্ভ শুধু, শেষ কিন্তু অজানায় !
তুমি কি চেতনালয়— তরঙ্গে তরঙ্গে বয়
চিরস্থির নিরাময় জগতের প্রাণবায়ু ?
অথবা ফেনায়ে রোষে তোমার ফুৎকার শোষে
জীবের জীবনী-কোষে সঞ্চিত-যে পরমায়ু ?
হোক্ তব রচা ব্যোম গ্রহতারা-সূর্য্য-সোম !
অকারণ তা'রাই কি নাড়ে ও-কারণবারি ?
ও-জন্মান্ধ জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কি পরিহাস ?
তোমার ধাতু-কি নাশ, ধারা ক্ষয়, মায়াচারী ?

অনাদি-অনন্ত-স্রোতে আসা যদি এক হ'তে,
ফেরা কেন অন্য পথে ? গতির-কি নাই গতি ?
অণু-পরমাণু ধরি' নিয়তির কারিকরি
কত রূপে উঠে গড়ি, ভাঙ্গে এক-পরিণতি !

কে জানে, তোমার গানে রোমাঞ্চ কেন-যে প্রাণে,
অনন্ত বসন্ত আনে অন্তরের অন্তস্থলে ?
হাহা নয়, ও-যে হাসি, অগ্রবাহী আলোরাশি
নিবিড় তিমির নাশি' জয়যাত্রা-পথে জ্বলে !

তব বর্ণে স্বর্ণ ফলে, ও-কুহকে যাদু টলে,
তব অর্ঘে স্বর্গ গলে, হুঙ্কার ওঙ্কার শিখে,
খোলে শুনি' তব মন্ত্র ধরা শত ধারাযন্ত্র,
মন্দ-বায়ু জল-গন্ধ বহি চলে দিকে-দিকে !

ঘুরায়ে আবর্ত্ত-চাকা ছড়ায়ে বিবর্ত্ত-পাখা
ঢেউগুলি খেলা ভুলি' বেলার আদর লয়,
ঝঞ্ঝা-রণে ভঙ্গ দিয়ে কূলের কূলায়ে গিয়ে
শিশু সম রঙ্গ-দোলে ক্ষণেক ঘুমায়ে রয় !

বাদল-ঝড়ের দাপে প্রবল-প্লাবন ঝাঁপে,
ভূমি কাঁপে—পড়ে চাপে স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী !
প্রকৃতির ঠেকে-শেখা,— ঝুলন জলেরই একা !—
নিয়মের ভাগ্যে লেখা—সহিবে ভঙ্গের গ্লানি !

আসে-যায় কত পোত   চিরিয়া করাল-স্রোত
চলিতে টলিয়া পড়ে,—ধীরে তারে কর পার,
কোনও অর্ণব-যানে   সলিল-সমাধি-দানে
মরমের মাঝখানে নাও তার সব ভার !
যে-কোলে ব্রহ্মাণ্ড তার   মাথা রাখে জুড়াবার,
সে-অপারে কর পার, এস এস বাহু তুলে !
শুনে' অভ্রভেদী শব্দ   আর-ত হই-না স্তব্ধ,
তব অনুরাগ-লব্ধ ভাষায় ভাব-যে ভোলে !
সমাধিতে চিত্ত ধরি'   মগ্ন পদ্মাসনোপরি
সলিল স্তম্ভন করি জগতের যোগমায়া,
খুলিয়া স্ফটিকাধার   দেখাও একটিবার
অপরূপ রূপ তার, হোক্ ছল, হোক্ ছায়া !

কালের ঢেউ

গড়াও গড়াও, সাগর, গড়াও,
আগুন ছিটাও, প্রলয় ছড়াও !
অসীমে লম্ফ—
ও-জল-স্তম্ভ !
তাহারই গ্রামে দীপক চড়াও,
উধাও উঠুক্ সাধন-চূড়াও !

গড়াও গড়াও, শুধুই গড়াও,
টুটাও লুটাও স্নেহের বেড়াও !
কি-ভয়, তরল,
উঠুক্ গরল,
ঢেউয়ের চাকায় ঘুর্ণি ঘুরাও—
হবে-তা অমিয়া, পাত্র পূরাও !

গড়াও গড়াও, শুধুই গড়াও,
জীবন গড়াও, যৌবন কুড়াও !
নেশায় মদির
অন্ধ-বধির !
ভীত করিয়া ভ্রান্তি ছাড়াও,
উৎসাহ-জালে জড়কে জড়াও !

গড়াও গড়াও, শুধুই গড়াও,
জাগায়ে চেতনা বেদনা জুড়াও !
নব-গুরু দানে
স্থবিরের কানে
নবজীবনের মন্ত্র পড়াও,
জগদ্দল পাথর নড়াও !

গড়াও গড়াও, শুধুই গড়াও,
বাঁচিয়া উঠিছে ঘাটের মড়াও !
গেছে অমানিশা,
মিলিয়াছে দিশা,
আশার ভাষার সীমানা ছাড়াও,
বিজয়-কেতন গগনে উড়াও !

স্নান

এ-কি শুধু স্নান ?
ছোট দুটি আখরেই শেষ ?
উচ্চারণে নাই কোন ক্লেশ ?
বুঝিতে লাগে-না অভিধান ?
সূর্য্যে ঝড়, চন্দ্রলোকে হানা,
সাংখ্যের ঈশ্বর, আত্মা আনা !
—এ-নয় সে আঁধার সন্ধান !

জান খোলে অদৃষ্টের ঠুলি,
সাধু দেন স্বপ্নের মাহুলি !
—এ-নয় সে দৈব-দুর্ব্বিপাক !
এ-যে অঙ্গে নাচে শিহরণ,
ভূঞ্জিজ' পলে অনন্ত-জীবন
বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ পরিপাক !

এ-কি শুধু স্নান ?

গতি-মুক্তিহীন বৃদ্ধ প্রথা,
অভ্যাসের ক্লিষ্ট অভিজ্ঞতা,
শূন্য নিত্য-নূতনের ঘ্রাণ ?
মায়াপুরী নাই কভু জানা,
পীরিতের জের তবু টানা,
সুধা ব'লে সে-যে সুরা-পান !

এ-ত নয় অবসাদ-ঢালা
মর্ম্মহীন চর্ম্ম-সুখ-জ্বালা !—
এ-স্নানের প্রাণে অধিকার !
পূর্ব্বরাগ সহসা দেওয়ানা,
ভুলে' যায় সরমের মানা,
ক'রে ফেলে প্রণয় স্বীকার !

এ-কি শুধু স্নান ?

গন্ধবারি দিয়ে বন্ধ-গৃহে
ঝুটা-ফোয়ারার মাপা-স্নেহে ?—
স্নান না-ত, তার অপমান !
এ-যে ধারাযন্ত্র চির-ভরা—
স্নায়ু-গড়া, রোগ-জরা-হরা,
প্রকৃতির জলছত্র দান !

গর্জ্জে' আসে ঠেলা-যে ভীষণ
বঁধুর ও-মধুর শাসন—
আলিঙ্গন চুম্বনের রব !
শিরে ঘিরে বাদল-আকাশ,
তীরে নীরে শীতল বাতাস,
এ গাহন যৌবন-উৎসব !

মায়াময়ী

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,
চির-ষোড়শী!

তোমারি-কি সখী ধাঁধাঁ?
তোমারি-কি হাসা-কাঁদা
আলেয়ার আলো আর মরীচিকার বারি?
ভরা-ভাঁড়ার লুটে ছেড়ে
নও-রতনের ঝাঁপি ঝেড়ে
সাজিয়ে তোমায় মনের সাধে কুবের ভিখারী!

নীলা

রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,

তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী

নীল-কৃষাণী !

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,

চির-ষোড়শী !

সাগর-সখার নৃত্য-তালে

বরুণ মাথায় ধারা ঢালে,

রাঙ্গা-জবা অঞ্জলী দেয় অরুণ-পূজারী !

ফণী দেয় মণি কেটে,

শুক্তি মুক্তা—গর্ব্বে ফেটে,

জ্যোতি-কীট আলতা পায়ে মরম বিদারি' !

রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,

তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী

নীল-কৃষাণী !

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,
চির-ষোড়শী !

কালো পরী মাথায় কাজল,
জল শুনায় মধুর গজল !
তোলে মীড় নীড়-হারা বাজ-সেতারী !
সিঁদুরে'-মেঘ পরায় টিপ,
কদম-মালা নীরের নীপ,
বিনায় বেণী ফেনায় ফণী হেনায় নিঙাড়ি' !
রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,
তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী
নীল-কৃষানী !

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,
চির-ষোড়শী !

কর্‌ছে নীলের দিল খোস্
পীত রৌদ্র আধা বিহোস্,
পবন ধীরে চামর করে কাঁদন নিবারি' !

নীলা

ভরে ডালা খনি-বন্যায়
সাজায় পুরী চুনি-পান্নায়
মণি-দীপ দেখায় সাঁঝে দৈত্য-ডুবারী !
রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,
তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী
নীল-কৃষাণী !

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,
চির-ষোড়শী !

ও-আসমানী রেশমী ওড়্‌নায়
ঝরা তারা চুম্‌কি বসায়,
আভ ফুটায় আকাশ-কুসুম তোমার কেয়ারি !
বোনে আপন চিকন সুতার
জরদ-গরদ সাড়ী তোমার
নিচোল-ভোলা আঁচল-খোলা চাঁদের কুমারী !

রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,
তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী
নীল-কৃষানী !

অতল-তলের শ্যামল রূপসী,
চির-ষোড়শী !

মাণিক-ফুলের পয়াল পিলা,
হীরা-আংটির নীলার জিলা
ফলায় জলে ইন্দ্রধনু গগন-বিহারী !
গাঙচিলের উড়াল-রেখা—
থরে-থরে ও-হাতের লেখা !
ঘরে-ঘরে পড়ে ছবির কবিতা তোমারি !
রতনপুরের রাজার ঝিয়ারী !

না, পিয়ারী,
তুমি স্বপনপুরের দিল-চষানী
নীল-কৃষাণী !

আদি-অন্ত

ঢাকা ছিল দৃশ্য-পট মানসের বিশ্ব-রঙ্গালয়ে,
রবি-শশী বসি নেপথ্যের যবনিকা-অন্তরালে,
দেখা নাই রূপ-সাজানীর শূন্যের-সে মৌন অভিনয়ে,
নাহি পড়ে ছাপ, ধ্যানের কাঁপন পিছলিছে অসীমার দিক্-চক্র বালে
শুধু ভয়, জীবনের মধু-নাট্য সুরু-বা না-হয়!
হ'য়ে পড়ে যদি অসময়!
দূর হ'তে খেলে যায় ডুরু-ডুরু দোল,
গুরু-গুরু বোল,
ধরা নাহি দিতে চায় বুকে কোনমতে!
স্বাদ নাই জীবনের বর্ণ-গন্ধ-স্বাদে,
আকাশকুসুম ধরে, ঝ'রে যায় ফুটিবার পথে,
অবেলায় অফলার উলু-খড় অকাল-আবাদে!

একদিন দিন-ক্ষণ লেখা আছে প্রাণ-পঞ্জিকায়
ধারণার গণনার সীমার বাহিরে,
পূর্ব্বরাগ সম এল পূর্ব্বদ্বার খুলি প্রাণ-প্রাতে পাতে পাতে
বাগ্দেবীর অনাঘ্রাত আলোর সৌরভ !
কণ্টক-কানন সদ্য-ফোটা পদ্মে ঢলঢল,
শস্যে হাসে শূন্য বালিচর, মরা-নদী কূলে-কূলে ভরা,
তীরে-নীরে তন্দ্রাতুর রৌদ্রে ঢাকি' সোণার আঁচলে,
জ্যোৎস্না আনে স্বপ্নে বুনি রজনীর প্রীতি-সম্ভাষণ !
ভরে পিক স্তব্ধ কুঞ্জ মলয়ের মুরলীর তানে,
অমরার সুকেশিনী বেণী দেয় এলাইয়া মেঘে,
জরাভারাতুর জড় অকস্মাৎ সুন্দরী যুবতী !

মোহিনী প্রকৃতি চুমে, মধু নাই মধুর অধরে !
মিছে ধাওয়া মিশে লোকারণ্যে—যেই-সেই একাকীর একা !
অন্ধকারে অন্বেষণ—হেন কেহ দেয় যদি দেখা—
ঘটে যোগাযোগ—ভিজে তপ্ত মরু মরমীর মরম-নির্ঝরে !
আঁকড়িতে আলিঙ্গনে চুর্-চুর্ আবেশের নেশা
রসে ভুর ভুর সে-ধোঁয়ার আব্ছায়া চিরদিনই পরশেরে ডরে !
বাহু গ্রাসে রাহু হ'য়ে প্রেমে টস্-টস্ মিলনের তৃষা !

কাতর মিনতি ডাকে, কোথা তুমি, ও মানুষী মায়া ?
দাও এসে ছায়া !
ভক্তের আহ্বানে বর যেন গলে,
স্বপ্ন বুঝি ফলে !
দরদের সুতে পড়ে টান,
পায় প্রাণ সাথী-সঙ্গ—মনোভঙ্গ অগোচরে আনে ব্যবধান !
সহৃদয়—পাকে প'ড়ে প্রেমের পাষাণ !

এত করা মর্ম্মক্ষত নাহি হয় ভরা ! এ কেমন দায় ?
যত পাওয়া, তত চাওয়া, এক ছেড়ে অন্য ধরা,
মন যারে চায়, বুঝি পায় নাই তারে !
থাক্ চক্ষে বিষ, বক্ষে সুধার সাগর—
তুমি এস নারী, ভ'রে দাও তৃষিতের সর্ব্বহারা থালি !
বুক চিরে ডালি সাজাইতে এল সে-দরদী !
রূপসীর শীতল-অনলে হিয়া শুধু গলে, জ্বলে, খাক্ হ'য়ে যায় !
মানসের পদ্মাসনে তবু নাহি হয় তার স্থান !
এল এক অশরীরী মায়া !—এইবার টলমল জীবনে যৌবন,
পাতিল সে সিংহাসন সারা ঠাঁই জুড়ে !

হায়, মূঢ় কবি, রহস্যের গূঢ় ছবি স্বপ্ন-সে ছায়ার ছায়া
নারিলে ধরিতে !
কাছে পেয়ে অবশেষে নৃত্যগীতময়ী স্বর্গ-অপ্সরীরে
ছুঁইলে শরীরে ?—
অমনিই বিষে জরি গেল-যে ও-কায়া !
ব্রতচ্যুৎ অকস্মাৎ ! কোন্ অভিশাপে পার-না বুঝিতে—
যোগভ্রষ্ট, তপোভঙ্গ সাধনার মাঝখানে !
কি-গ্রহের দৃষ্টি-দাহে নষ্ট হ'ল সৃষ্টি-মুখে মিষ্টি হাওয়া-ঘর ?
মন-ছায়া কল্পনা কবিতা গেল দুই পারে কায়া-ছোঁয়া-অপমানে !
অভিমানে উড়ে গেল খ্যাতি-পাখী সাফল্যের খুলিয়া পিঞ্জর !
এ-কূল ও-কূল দু'কূলেই দিয়ে বিসর্জ্জন
ফেরো ক্ষ্যাপা, নীড়ভোলা মেঘ সম অশ্রু ঢালি',
ক্ষণে-ক্ষণে বুকে জ্বালি'
অগ্নিময় আর্ত্তনাদ বিদারিয়া আঁধার গগন !

ঝড়ের ভেলা

দিনের পর দিন ফুরায়,
ঘোরই যায়-না !
রাতের পালা রাত পুরায়,
ভোরই হয়-না !
পথে কাঁটা—কাদায় হাঁটা,
ভাঁটাই হটে-না !
পারে যাবার আশায় ব'সে,
জোয়ারই ঘটে-না !

ওরে-ও নীড়-ভোলা পথিক !
উঠ্‌লো ঝড়, ডাকে দেয়া, সিন্ধুপারের হঠাৎ-খেয়া !
দিগ্বিদিক্-হারা নাবিক
ডাকে তোরে শুধায় ভ'রে গলায় ঝরে আঁখির ধারা !—
আয়, নায়ে আয়, গৃহহারা, স্নেহহারা !

ঝিলিক মারে-আঁধার বাড়ে,
ধাঁধাঁই ছোটে-না !
কেবল বিধি, কেবল-বাঁধন,
বাধাই টোটে-না !
আশায়-আশায় ঘুমিয়ে-জাগা,
নেশাই কাটে-না !
হাজার পাকে জড়িয়ে রাখে,
তৃষাই মেটে-না !

ওরে-ও নীড়-ভোলা পথিক !
উঠ্‌লো ঝড়, ডাকে দেয়া, সিন্ধু পারের হঠাৎ-খেয়া !
দিগ্বিদিক্-হারা নাবিক
ডাকে তোরে সুধায় ভ'রে গলায় ঝরে আঁখির ধারা !—
আয়, নায়ে আয়, গৃহহারা, স্নেহহারা !

আকাশ-গাঙ্গে চাঁদের বান,
জ্যোৎস্নাই ওঠে-না !
মানস-সরে মিছার ঢেউ,
পদ্মই ফোটে-না !

প্রকৃতি করে ঘর-করণা,
হাঁড়িই চড়ে-না !
ঋতুরা টানে রূপের তুলি,
রঙই পড়ে-না !

ওরে-ও নীড়-ভোলা পথিক !
উঠ্‌লো ঝড়, ডাকে দেয়া, সিন্ধুপারের হঠাৎ-খেয়া !
দিগ্বিদিক্‌-হারা নাবিক
ডাকে তোরে সুধায় ভ'রে গলায় ঝরে আঁখির ধারা !—
আয়. নায়ে আয়, গৃহহারা, স্নেহহারা !

সারা ভুবন যোগায় স্বপন,
বুকেই বসে-না !
পথে এত পায়ের দাগ,
চোখেই পশে-না !
পরের সুখে হাসা থাক্‌,
প্রাণই খোলে-না !
পরের দুখে দরদ দূর,
মনই দোলে-না !

ওরে-ও নীড়-ভোলা পথিক !

উঠ্‌লো ঝড়, ডাকে দেয়া, সিন্ধুপারের হঠাৎ-খেয়া !

দিগ্বিদিক্‌-হারা নাবিক

ডাকে তোরে সুধায় ভ'রে গলায় ঝরে আঁখির ধারা !—

আয়, নায়ে আয়, গৃহহারা, স্নেহহারা !

কৃষ্ণা

এই-না কৃষ্ণা, ডাক্‌লে তৃষ্ণায়
দুল্‌তে তব দোলায়?
সহসা সাজি' খেয়ার মাঝি
ডাকো এসে ভেলায়!
ও-পৌরুষ পরুষ পাষাণ
হত্যা-নেশায় মাতে,
ফের হাসি-ছলে কেঁদে গলে
মায়ের বেদনাতে!

কখনও পুরুষ, কখনও নারী,
তোমার কথা বল্‌তে হারি!

সুকেশিনী এলাও বেণী
মাজন-ফেনা মেখে,
তবে-যে মেলি কটা-জটা
বাউল নাচে,—সে কে ?
কালবৈশাখী কালপুরুষের
নীরদ-চাদরই—
জরদ-গরদ করি' সাজো
মধুরাতের পরী !

কখনও পুরুষ, কখনও নারী,
তোমার কথা বল্‌তে হারি !

কালো আঁখি-তারা, সুলোচনা,
পথে আলো জ্বালায় !
তবে দৈত্য-বেশে এসে কে-সে
মণি নিয়ে পালায় ?

সাপুড়ে সাজে, বাজিয়ে তুব্‌ড়ি
খেলাতে এলে ফণী !
হঠাৎ গেলে খেয়াল-খেলে
জল-দেবী-যে বনি' !

কখনও পুরুষ, কখনও নারী,
তোমার কথা বল্‌তে হারি !

এই-না পাত্‌লে জল-কিন্নরী
সুরের মায়াজাল ?
তবে আবার গন্ধর্ব্ব কে
পালায় ভেঙ্গে তাল ?

কবি হ'য়ে গাঁথ্‌লে-না এই
জলের কথামালা ?
কখন হ'লে কবিপ্রিয়া,
ওগো রূপের ডালা ?

কখনও পুরুষ, কখনও নারী,
তোমার কথা বল্‌তে হারি !

সাগর দাহন

এস এস বাদ্‌লা রাতের বেদন জুড়ায়ে
মাত্‌লা হাওয়ার মাতন দিয়ে কেতন উড়ায়ে !
মীন-মকর যার ধ্বজা রাখে,
তরঙ্গের ভ্রুভঙ্গে বাঁকে
যে অতনুর ধনু—এল জ্যোৎস্না-বাহনে
পঞ্চশরের জ্বালা নিয়ে সাগর দাহনে !

এস এস রৌদ্র-সুরের পর্দ্দা চড়ায়ে,
রুদ্র-তালের মত্ত নৃত্য চিত্তে ছড়ায়ে !
গৌরসারঙ্গের কোমল-কলি
কোন্ দীপকে উঠ্‌ছে জ্বলি,
মন-সারঙ্গে পড়্‌ছে ছড়ি কড়ির আলাপে,
চড়্‌ছে রং সকল সুরের রঙিন কলাপে !

দিন-দুপুর ভেবে অবোধ কপোত কুহরে,
পিয়া-হারার হিয়া-ধরা অশ্রু-লহরে!
অদূর পারে চোখের আড়ে
বাঁশীও মিশে গলা ছাড়ে,
কার ও-ব্যথা বল্‌ছে কথা সুরের আড়ালে?
বিঁধে-বিঁধে বিষের সুধা অসীম ছাড়ালে!

গাঙচিলের চঞ্চু-চুমার মিষ্ট কাকলি
জলতলে প্রেমিকদলে করছে পাগলই!
দূর হ'তে কার মন-তুফানে
আমার মনও নেয় উজানে,
হচ্ছে মনের মালা-বদল জানার অজানা,
বিরহ-বেহাগ করে আলাপ মিলন-সাহানা!

সত্য-মিথ্যার যোগ ঘটাতে স্বপন ভরসা!
সুদূর হ'তে মধুর পরশ তাই-কি সহসা?
প্রতি-আঙুলটী তার নিয়ে
বুলিয়ে দিচ্ছি আদর দিয়ে,
ভক্ত জপে মালা যেরূপ বিভোর-চেতনে!
যে যতনে কৃপণ গণে অমূল-রতনে!

মরমী-মরম তার মরমে লাগিয়ে নীরধি,
তার হ'য়ে-কি আন্‌লে ব'য়ে দরদ দরদী,
তাই-না তোমার স্নিগ্ধ প্লাবন
ভিজায় আমার দগ্ধ জীবন,
তোমার লবন নবযৌবন, দেহের লাবণী,
তোমার গানে প্রাণে-প্রাণে সুরের শ্রাবণী !

বুঝ-ত তাহা-ওই-যে হাহা—হাসির ছলনা !
কোন্ প্রেমের পাষাণ করেছে মান, তরল, বল-না ?
এত সাধাও ঠেলে সে পায়,
এত কাঁদাও গলায়-না তায়,
কত যুগ কাট্‌লো সে-দায় শোধা হ'ল-না !
কোন্ প্রেমের পাষাণ ভাঙ্গে-না মান, তরল, বল-না ?

ঢালো মধু, কালো বঁধু, অনিল-বহনে,
মীনের ভাসান মকর-নিশান সলিল-গহনে !
পলকে হারাও বুকের ধন,
পেয়েও ভাবো, পাও-নি মন !
ঢেউয়ের সাড়া তারই তাড়া, প্রণয়-গাহনে
হচ্ছে শীতল তোমার অতল প্রলয়-দাহনে !

দাবি

তোমার সাথে আছে আমার কত কথাই,
বল্‌তে গেলেই বাজে বুকে যত ব্যথাই !
মনের তলায় তলিয়ে
যে-কথা রয় পালিয়ে,
ভুলিয়ে দেয় সে-কথা তোমার বড়-কথাতে,
গুলিয়ে যায় মানব-বেদন জড়-ব্যথাতে !

সারাটা রাত ভেবে-ভেবে কথা সাজাই,
মনের গোড়ায় গেরো আঁটি,—ভুলে-বা যাই !
এলেই তোমার নিকটে
আমার যেন কি-ঘটে,
ভাষার সূতা আল্‌গা ক'রে দাও এলিয়ে,
ভাবকে কোথায় খেলায়-খেলায় নাও খেলিয়ে !

রাখে তোমার আধ্‌লা ঢেউ বাদ্‌লা নিশীথে
গভীর রাত পাত্‌লা, মাত্‌-মাত্‌লা হাসিতে !
ফেনার গন্ধ নাওয়া
বইছে অন্ধ হাওয়া,
চম্‌কা-চুমায় কালো মেঘে জ্বালা জ্বালিয়ে
হাল্‌কা-মেয়ে আলো বেয়ে যায় পালিয়ে !

গুমট্‌ কেটে আঁধার ফেটে ঝরে ঝরণা,
কত তৃষাই কত নেশাই পায় প্রেরণা !
স্বপন রয় স্বপনে
আকাশকুসুম বপনে,
মেঘে-মেঘে মৃদঙ্গ্‌ বাজে, নৃত্যে উছলি'
অপ্সরীর আঁখি হানে নেত্রে বিজলী !

জান্‌লা দিয়ে দেখি' মেঘের পর্‌দা সরায়ে
চাঁদ সাজায় কে রেশমী-উড়্‌নীর জর্‌দা পরায়ে !
রূপ-যৌবন লুটিয়ে
কে নেয় রাতকে গুটিয়ে ?
ভোরে বেলায় বেলা ভুলায় মেঘ্‌লা ভুলনে,
ধ'রে দোলায় অবেলায় পাগ্‌লা ঝুলনে !

রোদের কাঁচা-ঘুম ভাঙ্গার ভরসা সুদূরে !
মধুরাতের জ্যোৎস্না উঠে বর্ষা-দুপুরে !
কোকিল খাঁচার মাকালে—
বসন্ত গায় অকালে !
মৌমাছিরা নূতন মৌচাক রচা-রভসে
অকাল মধুঋতুর বোধন ঘোষে বিবশে !

চৌদিকে বিশ্ব-মৌচাকের ঝারা ঝরেছে !
তুমি তৃষ্ণায়, কৃষ্ণা ? কে ঠিক যাদু করেছে !
মধু-র বঁধু গোপনে
মিশায় মধু লবনে !
তুমি-ত জল-জীবন মরুর মত গোঁয়াবে !
নর-অনুরাগ ও-বিষ বিরাগ কত পোয়াবে ?

বল কবে গল্‌বে তোমার ঝরা সাহারা ?
তুল্‌বে ঘাটের ঘাটি থেকে কড়া পাহারা ?
সেদিন ভুল্‌বে উড়িতে,
নাচ্‌বে শ্যামা তুড়িতে,
আমার হাতায় আস্‌বে তুমি প্রাণ বিকাতে,
আমার খাতায় আস্‌বে তুমি গান লিখাতে !

শেষের মালা

আলয়-ভোলা মলয় তখন বইছে মধুরে,
বুক চিরে দেয় মেঘমালা আকাশ-বঁধুরে,
পাতালপুরীর সুরঙ্গ-পথে
রবি রাঙ্গা বিদায়-রথে
জ্বালিয়ে চুমার অধর-জ্বালায় সন্ধ্যা-বধূরে,
বুকে তৃষ্ণা, প্রাণের জ্যোৎস্না কৃষ্ণা অদূরে !

তখনো পারে আড়ে কপোত পিয়ার বুলনে
করে-নি শেষ বিদায়-গীত মিলন-ভুলনে !
দিনান্তের বিরাম-হোরা
তখনও দাঁড়িয়ে মুখচোরা—
কর্ম্ম-নেশার স্ফূর্ত্তি-সুরার ছিপি আঁটে-নি,
তখনো পাখীর নীড়-ভোলার ঘোর কাটে-নি !

গোধূলির ধূলি চোখে—ঘানির চাকেতে
ঘুর্ণি ঘুর্‌তে এলাম উল্‌টো-স্রোতের পাকেতে !
পুড়িয়ে উড়ন-পরীর ডানা
উড়িয়ে দানোর দৌলতখানা
আলগোছে ও-অটুট বাঁধন কখন খসিয়ে
কে আমারে দিয়ে গেল পথে বসিয়ে !

দরিয়া, পিছু ডাক্‌তেছিলে মরিয়া হুতাশে,
ব্যথার বাজে আগুন পূরে' সাঁঝের আকাশে !
যেন একটা অশ্রু-জগৎ
ঘিরে আমার যাত্রা-পথ !
কাছে গিয়ে বিদায় নিতে ভর্‌সা হ'ল-না,
চোখের চাওয়া, দূরের দেখাও মনে প'ল-না !

খুবই পড়েছিল মনে !—রইল মনে-পড়াই !—
আমার বিপাক-পাকে পাছে তোমায় মিছে জড়াই
ভাঙ্গা-প্রেমের অভিমানে,
রাঙ্গা ত্যাগের অপমানে
তুমি কিন্তু ফুলে' ফুলে' ফণীর শ্বসনে
ছিঁড়ে যেন নেবেই ধরা নখর-দশনে !

বিষের জ্বালা মর্ম্ম-হীন চর্ম্ম-ছোঁয়াতে—
আমার ফুলের মালাও সাপ—তোমায় খোয়াতে!
ভাবের ঘরে দিয়ে হানা
কে ভিজাল' বারুদখানা?
রূপের কানা, সুরের কালা কর্‌লো আমারে!
কল্প-কানন পুড়িয়ে—দিল উড়িয়ে শ্যামারে!

শুয়ে-শুয়ে জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌তাম রাতের আকাশ!
বাতায়নে মাথা খুঁড়্‌তো কাতর স্বরে বাতাস!
শুন্‌তে শুন্‌তে—তোমার গানে
ঘুমিয়ে পড়্‌তাম মাঝখানে!
বাকী রাত্‌টা ভর্‌তে নেশায় স্বপন-সৃজনে,
ফুলের ঘ্রাণে জ্যোৎস্না-স্নানে মলয়-বীজনে!

ভুল্‌বো-কি সেই মন-ভাসান' অকূল-নীরবে?
ভরা-পালের তরীর তালে ফুলন গরবে?
কাজের দোরে লাগিয়ে চাবি,
ভুলিয়ে ঘরে রোগীর দাবি
খেলিয়ে-খেলিয়ে নিতে আমায় তোমার খেলাতে,
মিল মিলাতে বসিয়ে দিতে তোমার বেলাতে!

হিজি-বিজি কালির আঁচড় আমার খাতাতে,
তুমি কলম চালিয়ে কর্‌তে আখর পাতাতে!
আমার ঝাপ্‌সা-পটের প্রাণে
রং ফলাতে তুলির টানে,
আমার সারঙ্গ্‌ কেড়ে তোমার ছড়ি চালাতে,
আমার ছন্দ-মিলে তোমার দিল মিলাতে!

মৌমাছির নূতন মধুচাকটী রচনা—
অভিনব গুঞ্জরণ করে-না সূচনা?
তেম্‌নি আমার সারা মন
নূতন রচার গুঞ্জরণ,
তুমি দিলে রসের যোগান যশের ছুতাতে!
আপন গলার শেষের মালা স্বপন-সুতাতে

আচম্‌কা তাড়িত-তাগিদ যাত্রা-বাঁশীতে
অকাল-শেষের টান্‌লো মাত্রা ফূর্ত্তি-হাসিতে!
ছন্ন, দিবা-স্বপ্নাহত—
পালিয়ে এলাম চোরের মত,
সে-সব কথা হচ্ছে গাঁথা ভাষার বয়নে,
সে-সব ব্যথা পড়্‌ছে ঝরে' সজল নয়নে!

কবি ও নাট্যকার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

নাট্যাবলী

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

চিতোরোদ্ধার

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

৫ম সংস্করণ, মূল্য ১৸০ পৌনে দুই টাকা

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ভাগ্যচক্র

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

তৃতীয় সংস্করণ

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

ঐ তিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

দিল্লী-অধিকার

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

য়-পরাজয়

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রহসন

আক্কেল সেলামী

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৸৹ বার আনা।

নাটকগুলি ও প্রহসন পুরু অ্যাণ্টিকে ছাপা।

সুদৃশ্য গোলাপী রঙের মলাট।

কবিবরের কাব্যাবলী

তাজ

(সচিত্র, এবং 'তাজ' কবিতার ইংরাজী অনুবাদ সম্বলিত)

১ম সংস্করণ, মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা

কাব্য গ্রন্থাবলী

প্রমথবাবুর মোট ১৮খানি কাব্যের সংগ্রহ

তিন খণ্ডে প্রকাশিত

প্রথম খণ্ড—১ পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতিকা, ৪। গীতি, ৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি,

দ্বিতীয়খণ্ড—১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িকা, ৫। চিত্র ও চরিত্র

তৃতীয় খণ্ড—১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাথার, ৫। গৈরিক, ৬। গান

সাধারণ সংস্করণ মূল্য ৩ খণ্ড ১॥০ দেড় টাকা।

বিশেষ সংস্করণ-পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, দুই রঙের কাপড়ে বাঁধা মলাট,

মূল্য তিন খণ্ড ৩৲ তিন টাকা।

নিম্নলিখিত কাব্যগুলি ও গানের বহি

পৃথক পাওয়া যায়।

গান

৩য় সংস্করণ। (স্বরলিপি সম্বলিত)

পুরু গোলাপী রঙের অ্যান্টিকে ছাপা, গোলাপী রঙের মলাট।

মূল্য ১৲ একটাকা।

কাব্য

১। **গৌরাঙ্গ**—তৃতীয় সংস্করণ। গোলাপী রংঙের পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, গোলাপী রঙের মলাট, মূল্য পাঁচসিকা

২। **চিত্র ও চরিত্র**—মূল্য ॥৹ আট আনা

৩। **আখ্যায়িকা**—মূল্য ॥৹ আট আনা

৪। **পাষাণ**—মূল্য ॥৹ আট আনা

৫। **পাথেয়**—মূল্য ॥৹ আট আনা

৬। **গৈরিক**—মূল্য ৸৹ বার আনা

৭। **পাথার**—মূল্য ৸৹ বার আনা

উপরোক্ত কাব্যগুলি পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, রঙিন সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও

৯ নং হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা গ্রন্থকারের নিকট।